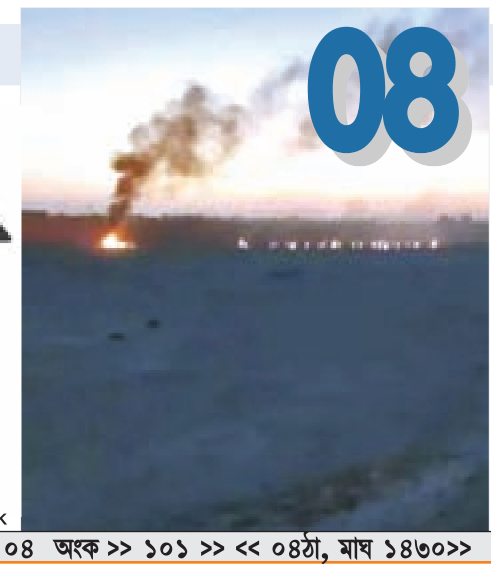

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>101 >> 04 Maagh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১০১ >> << ০৪ঠা, মাঘ ১৪৩০>>

রাঁচি, শুক্রবার
19:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

সম্পর্কের অবনতিতে কানাডায় ভারতীয় শিক্ষার্থী কমেছে ৮৬

বেংকুবরঃ পড়ালেখা শেষে সহজে কাজের অনুমতি পাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের পছন্দের গন্তব্য কানাডা। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য অন্যতম পছন্দের গন্তব্য কানাডা। শিখ নেতা হত্যার ঘটনায় গত বছরে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। এর জেরে অন্যতম গন্তব্যর অবস্থায় আর নেই কানাডা। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। এক প্রান্তিকেই কানাডায় ভারতীয় শিক্ষার্থী কমেছে ৮৬ শতাংশ। সম্পর্কের অবনতির জন্য এমনটা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে গতকাল বুধবার ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও ইকোনমিক টাইম এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে। গত বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে মাত্র ১৪ হাজার ৯১০ জন ভারতীয় শিক্ষার্থী কানাডায় পড়তে যাওয়ার জন্য স্টাডি পারমিট বা অনুমতিপত্র পেয়েছেন। ২০২২ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে স্টাডি পারমিট পেয়েছিলেন ১ লাখ ৮ হাজার ৯৪০ শিক্ষার্থী। অর্থাৎ স্টাডি পারমিট পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৮৬ শতাংশ।

বাজার দর
SENSEX : 71186.86 -313.90
NIFTY : 21462.25 -109.71

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	11.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.26 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.32 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চুক্তির পর, জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের জন্য গাজায় ওষুধ পৌঁছাবে

ইসরাইলঃ ফ্রান্স ও কাতারের মধ্যস্থতায় বুধবার গাজায় হামাস জঙ্গিদের হাতে আটক জিম্মিদের ওষুধ সরবরাহ করা হবে। ফ্রান্স জানিয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় ভুগছেন এমন ৪৫ জন জিম্মিকে এই ওষুধ দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সহায়তায় এই ওষুধ সরবরাহ করা হবে বলে জানা গেছে। কাতার জানিয়েছে, চুক্তিতে গাজা ভূখন্ডের ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের জন্য ওষুধ ও অন্যান্য মানবিক সহায়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইসরাইলের হিসেব অনুযায়ী, গত ৭ অক্টোবরে ইসরাইলে হামলার সময় হামাস ১২০০ মানুষ হত্যা এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করে। এরপর হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরাইল। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। নভেম্বরে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময় হামাস প্রায় ১০০ জনেরও বেশি জিম্মিকে মুক্তি দেয়। তাদের হাতে আরও প্রায় ১৩০ জন বন্দী রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। । এদিকে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে জিম্মিদের মুক্তির জন্য কাতারের মধ্যস্থতায় হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে লড়াইয়ে একটি নতুন চুক্তি হতে পারে বলে আশাবাদী তারা। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কার্বি হোয়াইট হাউসে এক বিবৃতিতে সংবাদদাতাদের এই আশাবাদের কথা জানিয়ে বলেন,আমি প্রকাশ্যে খুব বেশি কিছু বলতে চাই না কারণ আলোচনা চলছে। তবে আমরা আশাবাদী যে এটি সফল হতে যাচ্ছে এবং শীঘ্রই এর সুফল আসতে পারে। বুধবার ইসরাইলের সামরিক বাহিনী জানায়, তারা গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সন্দেহভাজন গুপ্তচরদের জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্বে থাকা হামাসের এক কর্মকর্তাসহ ছয় ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শেষ দিনে ইসরাইলি বাহিনী ফিলিস্তিনি ছিটমহলে ১৬৩ জনকে হত্যা করেছে। ফলে যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৪৪৮ জনে। এই সংখ্যার মধ্যে হামাস যোদ্ধা এবং অসামরিক নাগরিকরাও রয়েছে।

বিরুদ্ধ পরিবেশে বাইডেন প্রশাসনের অভূতপূর্ব অর্জন

নিউ ইয়র্ক ঃ প্রতিযোগিতা বাজারকে সচল রাখে। কিন্তু প্রতিযোগিতার কারণে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সংকুচিত হয়। তাই অনেক ব্যবসায়ীই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে। তাঁরা চান লাভ। বিনিয়োগ করা মূলধনের ওপর অস্বাভাবিক লাভ তুলে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।
প্রায় ২৫০ বছর আগে অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, একই পণ্যের ব্যবসায়ীরা আমোদফুর্তির জন্য খুব কমই এক জায়গায় বসেন। তবে তাঁদের আড্ডা শেষ হয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে কোনো একটি ষড়যন্ত্র করে, নয়তো কীভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো যায়, সেই ফন্দি করে।
মার্কিন সরকার প্রায় ১৩০ বছর ধরে বাজারব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা নিশ্চিতের চেষ্টা করে আসছে। আসলে এই লড়াই বিরতিহীন। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতা এড়াতে কোনো না কোনো উপায় খুঁজে বের করে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ক্রমশ গুটিকয় ব্যবসায়ীর হাতে চলে যাওয়ার অজস্র উদাহরণ আছে।
বাজারে যখন অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য তৈরি হয়েছে, তখন আমরা করপোরেট খাতের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি, ফুলেফেঁপে ওঠা, প্রতিটি খাতে কিছু প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বিস্তার এবং নতুন ব্যবসায়ীদের বাজারে ভিড়তে না পারার মতো ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কিন্তু মার্কিনরা বলার চেষ্টা করে থাকে যে তাদের অর্থনীতি বিশ্বে সবচেয়ে গতিশীল। নতুন উদ্ভাবনার যে যুগ, তারা এর অগ্রভাগে আছে। কিন্তু পরিসংখ্যান তা বলছে না।
উদ্ভাবনের আদর্শ পরিমাপক হলো টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি। এর অর্থ হলো বাড়তি মূলধন বা শ্রমের কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া। কোভিড-১৯ অতিমারির ১৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে টিএফপির প্রবৃদ্ধি ছিল তার আগের ১৫ বছরের প্রবৃদ্ধির মাত্র এক তৃতীয়াংশ। পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেছে, যখন বাজারে হাতে গোনা কিছু প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া প্রভাব তৈরি হয়েছে। এতে বৈষম্য বেড়ে যায়।
সৌভাগ্যক্রমে অনিঃশেষ খারাপ খবরের ভিড়ে এ খাতে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতির খবরও আছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন প্রতিযোগিতাকে টিকিয়ে রাখা এবং তা আরও বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়েছে।
স্মিথ ঠিক বলেছিলেন, একচেটিয়া বাজারব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তা অনন্তকাল চলতে থাকবে। কিন্তু বাইডেন প্রশাসন এমন কিছু অর্জন করল, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে যায়। ভীষণ প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে এ এক অভূতপূর্ব অর্জন।
উদাহরণস্বরূপ, বাজারে প্রতিযোগিতা জারি রাখতে যে ফেডারেল অ্যান্টিট্রাস্ট অথরিটি আছে, তাদের চাপে ফিগমা ২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে এডোবিকে আত্তীকৃত করার উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে আসে। বায়োটেক করপোরেশন ইলিউমিনা ও গ্রেইলের সঙ্গে সম্পর্কছেদের ব্যাপারে সম্মত হয়। কারণ, ইউএন ফেডারেল ট্রেড কমিশন অভিযোগ করেছিল, এই দুই প্রতিষ্ঠান যদি একজোট হয়, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার নির্ণয় উদ্ভাবনের যে কাজ চলছে, তা বড়সড় ধাক্কা খাবে। এতে ক্যানসার পরীক্ষার খরচ বাড়বে, ভুক্তভোগীদের হাতে পরীক্ষা নিরীক্ষার একাধিক বিকল্প থাকবে না এবং মানসম্পন্ন পরীক্ষাও নিশ্চিত করা যাবে না। এ বক্তব্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে মার্কিন ফিফথ সার্কিট কোর্ট অব অ্যাপিলস।আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এফটিসি এবং আইন ও বিচার বিভাগ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা জারি করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতে বেশ কিছু আইন আছে। এসব আইনের ওপর ভিত্তি করেই এফটিসি এবং আইন ও বিচার বিভাগ ওই নির্দেশনাগুলো চূড়ান্ত করেছে। নতুন নির্দেশনায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিরোধব্যবস্থায়। কারণ, কর্তৃপক্ষ মনে করছে, একটি প্রতিষ্ঠানের অন্যটিকে কিনে নেওয়া বা আত্তীকরণের ফলে একক কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে বাজার চলে যেতে পারে। সমগোত্রীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তো বটেই, ভিন্নতা আছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোও যখন একীভূত হতে চাইছে, তখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বিচারবিশ্লেষণ করা হচ্ছে।
আমরা সবাই জানি, সীমাবদ্ধ প্রতিযোগিতা (পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন খাতে এই বাস্তবতা রয়েছে) আছে যেসব খাতে, সেখানে একটি প্রতিষ্ঠানের অন্যটির সঙ্গে একীভূত হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়ে। 'শিকাগো ইকোনমিস্ট'রা বলতে চান, বাজার সাধারণভাবেই প্রতিযোগিতাপ্রবণ। তাই অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেন একীভূত না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া।

নাইজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ৩, আহত ৭৭

নাইজেরিয়াঃ মঙ্গলবার রাতে নাইজেরিয়ার অন্যতম বড় একটি শহরে এক বিস্ফোরণে ২০টিরও বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনজন নিহত ও ৭৭ জন আহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ বুধবার জানিয়েছে, উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়া মানুষের খোঁজে কাজ করছেন। দেশটির দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য ওযোে ঘনবসতিপূর্ণ ইবাদান শহরের বাসিন্দারা সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। আতংকগ্রস্ত লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। পরদিন, বুধবার সকালের মধ্যেই নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে উদ্ধার তৎপরতা জোরদার করে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কর্মী ও অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়।।
ইবাদানের বোদিজা এলাকায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ওযোে গভর্নর সেইয়ি মাকিন্দে সাংবাদিকদের বলেন, অবৈধ খনন কাজে ব্যবহারের জন্য মজুত বিস্ফোরকের কারণে বিস্ফোরণটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।
বুধবার সকালে উদ্ধারকর্মীরা ধসে পড়া ভবনগুলো থেকে আরও একজনের লাশ উদ্ধার করেছে বলে বার্তা সংস্থা এপিকে জানিয়েছেন নাইজেরিয়ার ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির কোঅর্ডিনেটর সাহিদ আকিওদে। এর ফলে মোট নিহতের সংখ্যা হলো তিন।
কারা এই বিস্ফোরক মজুদ করেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। মাকিন্দে বলেছেন, তদন্ত চলছে এবং যারা এর জন্য দায়ী তাদের সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে। গভর্নর জানিয়েছেন, আহত ৭৭ জনের অধিকাংশকেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভর্তি থাকা বাকিদের চিকিৎসার খরচ বহন করা হবে এবং যাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি।

ভারতের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তরুণ ক্রিকেটার প্রখর চতুর্বেদী ভেঙে দিলেন ব্রায়ান লারার ৪০০ রানের রেকর্ড

কলকাতা ঃ ২০০৪ সালে ইংল্যান্ড সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের কিংবদন্তী ব্রায়ান লারা যে রেকর্ড গড়েছিলেন, সেটি ভেঙে গিয়েছে ভারতের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট কোচবিহার ট্রফিতে। ২০ বছর আগে ব্রায়ান লারার করা ৪০০ রান টপকে কর্নাটকের প্রখর চতুর্বেদী ৪০৪ রান করেন চলতি কোচবিহার ট্রফিতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে। এই রান সংগ্রহ করতে প্রখরের লেগেছে ৬৩৮টি বল, যার মধ্যে ৪৬টি বাউন্ডারি ও তিনটি সিক্সার রয়েছে। ভারতের প্রথম কোনও ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই বিরল নজির গড়েছেন কর্নাটকের তরুণ ক্রিকেটার প্রখর চতুর্বেদী। ব্রায়ান লারা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫৮২ বলে ৪০০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ভারতের এই তরুণ ক্রিকেটারও তাকে ছাপিয়ে বিশেষ মাইলফলক গড়লেন। প্রখর একই সঙ্গে যুবরাজ সিংয়ের ৩৫৮ রানের রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছেন। যুবরাজ পাঞ্জাবের হয়ে ১৯৯৯ সালে এই নজির গড়েছিলেন। ত্রিশতরানের ইনিংস ছিল এমএস ধোনিরও। অনূর্ধ্ব ১৯ কোচবিহার ট্রফির ফাইনালে প্রখরের ৪০৪ রানের সুবাদে কর্নাটক বিপক্ষ দল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে করেছে ৮৯০৮। মুম্বই করেছিল ৩৯০ রান।

সংহতি মিছিল উগ্র ধর্মীয় রাস্তায় হেঁটে কেন্দ্রের সরকার সমাজ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে

অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের দিন পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সর্বধর্মের সংহতি মিছিল বিরোধিতায় বিজেপি, আইএসএফ

কলকাতা (এজেন্সী)ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ১৬ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্নতে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২২ জানুয়ারি কলকাতার কালীঘাট থেকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পার্ক সার্কাস ময়দান পর্যন্ত সব ধর্মের, সব বর্ণের মানুষকে নিয়ে মিছিল করবেন তিনি। পার্ক সার্কাস ময়দানে একটি জনসভারও আয়োজন করা হবে। নবান্নর সাংবাদিক বৈঠক থেকে ঘোষণা করলেও, ২২ জানুয়ারির কর্মসূচি হবে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তৃণমূলের সমস্ত জেলা ও ব্লক সংগঠনকে বলা হয়েছে, তারা যেন ওই দিন সকলে সম্প্রীতি মিছিল বের করেন।
তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে ঘিরে গোটা দেশে বিজেপি ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটাতে চাইছে।
রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার তিনি বলেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা কোনও মুখ্যমন্ত্রীর কাজ নয়। আমার কাজ পরিকাঠামো তৈরি করা ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখা।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২২ তারিখ যে বর্ণাঢ্য মিছিল হবে তা মসজিদ, গুরুদ্বারা, গির্জা সব ছুঁয়ে পার্ক সার্কাস ময়দানে পৌঁছবে। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আসন্ন এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য শুধু মাত্র রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে বার্তা দেওয়া নয়। তিনি রাজ্যের উদার হিন্দুদেরও বোঝাতে চাইছেন, উগ্র ধর্মীয় রাস্তায় হেঁটে কেন্দ্রের সরকার সমাজ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে। সব ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না।
সংহতি মিছিলে আপত্তি জানিয়ে বুধবার ১৭ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মিছিল পিছনোর দাবি জানিয়েছেন।
তার যুক্তি ওই মিছিলকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়াতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। এদিন একই মন্তব্য করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ নেতা নওসাদ সিদ্দিকি।
এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে নওসাদ বলেন, শুভেন্দুবাবুরা এ নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন। ওঁরা সুযোগ পেয়েছেন, এখন করবেনই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ তারিখ মিছিলের ডাক দিয়ে উস্কানি দিতে চাইছেন। আমি রাজ্যের সংখ্যালঘুদের এবং ধর্মনিরপেক্ষ সুশীল সমাজের উদ্দেশে বলতে চাই, এই প্ররোচনায় পা দেবেন না।
নওসাদের কথায়, শুভেন্দুবাবু যে রকম কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর কথা বলছেন, তা আমি মনে করি না। বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নামনোর প্রয়োজন নেই। বাংলার মানুষ শান্তিপ্রিয়। কিন্তু এও বিশ্বাস করি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাতা ফাঁদে ওই দিন কারও পা দেওয়া ঠিক হবে না। নওসাদ সিদ্দিকি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ তারিখের সংহতি মিছিল বাতিল করে ২৩ তারিখ হাঁটুন। আমিও তাতে হাঁটব। ২৩ তারিখ আইএসএফের দেশপ্রেম দিবসের ডাক দিয়েছে। ওই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাঁটতে রাজি। কিন্তু ২২ তারিখ নয়। ২৩ তারিখ নেতাজী সুভাসচন্দ্র বোসের জন্মদিন।

বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিজেপির আদিনব্য দ্বন্দ্বে উত্তাল তুফানগঞ্জ।আদি নব্য দ্বন্দ্ব যেন কোনমতেই পিছু ছাড়ছে না পদ্ম শিবিরের

কোচবিহার ঃ বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিজেপির আদিনব্য দ্বন্দ্বে উত্তাল তুফানগঞ্জ।আদি নব্য দ্বন্দ্ব যেন কোনমতেই পিছু ছাড়ছে না পদ্ম শিবিরের। বিধায়কের উপস্থিতিতে বিজেপির কর্মী বৈঠকের ঢিল ছোড়া দূরত্বে ধর্নায় বসলেন বিজেপির আদি গোষ্ঠীর কর্মীরা। প্রসঙ্গত ১১ই জানুয়ারির রাতে তুফানগঞ্জ দুই নম্বর ব্লকের বারোকোদালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরহাট এলাকায় ইটভাটায় কর্মী নিযগে করাকে কেন্দ্র করে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হরেন্দ্রনাথ বর্মার উপর আক্রমণ করার অভিযোগ ওঠে বিজেপির নব্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গতকাল বারোকোদালী ১ গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি আদি গোষ্ঠীর কর্মীরা। তাদের অভিযোগ বিধায়িকার নির্দেশে রাতের অন্ধকারে মন্ডল সভাপতি কাজের লোককে দায়িত্ব না দিয়ে কাছের লোককে দায়িত্ব দিয়েছে। আজ তুফানগঞ্জ বিধানসভা ভিত্তিক একটি কর্মী বৈঠকের ডাক দেয় বিজেপি সেই কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় সহ জেলার নেতৃত্বরা। আর সেই কর্মী বৈঠকের ঢিল ছোড়া দূরত্বে ধর্নায় বসেন বিজেপির আদি গোষ্ঠীর কর্মীরা। এ বিষয়ে বিজেপির ২নং মন্ডলের সহ সভাপতি নিপেন দাস বলেন বিধায়িকার নির্দেশে কি কারনে মন্ডল সভাপতি রাতের অন্ধকারে কিছুর বিনিময়ে কাজের লোককে দায়িত্ব না দিয়ে কাছের লোককে দায়িত্ব দিয়েছে! জেলা নেতৃত্বকে তার জবাব দিতে হবে।

যদিও এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় বলেন মন্ডল সভাপতি উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে যোগ্য অযোগ্য তারা বাছাই করবে আর এখানে আমাকে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কি কারনে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা জানা নেই এগুলো নিয়ে আগামীকাল একটি বৈঠক রয়েছে সেই বৈঠকেই সমস্তটা উঠে আসবে। যদিও পঞ্চায়েত সমিতির সমিতির সদস্য উপর আক্রমণের ঘটনায় কিছু বলতে চাননি মালতী রাভা রায়। পরবর্তীতে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি উৎপল দাসের আশ্বাসে ধর্ণা মঞ্চ থেকে উঠে যায় বিজেপির আদি গোষ্ঠীর কর্মীরা ।

বালুরঘাট রেল স্টেশন থেকে দূরপাল্লার যাবতীয় ট্রেন চালানোর চেষ্টা করবে রেলদপ্তর

বালুরঘাট ঃ জানুয়ারীতেই চালু হবে পিট লাইন । ট্রেনের ট্রায়াল রান করে জানালেন উত্তর পুর্ব রেলের ডি আর এম সুরেন্দ্র কুমার। বালুরঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শনের পাশাপাশি সিক লাইন ও পিট লাইনের ট্রায়াল রান করে জানিয়েছেন ডিআরএম। যেখানে ডি আর এম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রেলের পদস্থ কর্মকর্তারা। এদিন প্রথমেই স্টেশনের চারপাশ ঘুরে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তিনি, এরপর নারকেল ফাটিয়ে পিট লাইনের ট্রায়াল রান চালু করেন তিনি। ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, বালুরঘাটের সিক ও পিট লাইন আলাদা আলাদা পর্যায়ে চালু হবে। আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে পিট লাইন পরিষেবা চালু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপরেই সিক লাইন পরিষেবা চালু করবে রেল। এই দুটি পরিষেবা চালু হয়ে গেলে বালুরঘাট রেল স্টেশন থেকে দূরপাল্লার যাবতীয় ট্রেন চালানোর চেষ্টা করবে রেলদপ্তর বলেও জানিয়েছেন ডিআরএম।

উত্তরের জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই শীতের দাপট। কুয়াশার চাদরে মোরা গোটা জেলা

জলপাইগুড়ি ঃ সোমবার মকর সংক্রান্তির সকাল থেকেই কুয়াশার চাদরে মোরা গোটা জলপাইগুড়ি জেলা। বইছে ঠান্ডা শিতল হাওয়া। কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ থেকে ১০ ডিগ্রি আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। ঠান্ডায় জুবুথুবু জলপাইগুড়িবাসি। সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন মাঠঘাট বা রাস্তাঘাট সব জায়গায়ই দৃশ্য মানতা কম রয়েছে। বেলা বারার সাথে সাথে সাথে বাড়ছে কুয়াসার দাপট। সকাল থেকে চায়ের দোকানে ভিড় জমাতে দেখা গেছে মানুষজনকে।

সোমবার জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা, Jalpaiguri
Date: 15.01.2024
Minimum: 11.0 *C
Rainfall 24 hrs: 000.0 mm
Yesterday's Maximum: 25.1*C

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন গ্রাম বাংলায় ঘরে ঘরে মকর সংক্রান্তি পুজো শুরু সোমবার ভোর থেকেই

জলপাইগুড়ি ঃ এই বিশেষ দিনটি পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ পার্বণ নামে পরিচিত। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন বাড়িতে আলপনা দেওয়া হয় ও বিশেষ পুজো করা হয়। এছাড়াও ঘরে ঘরে রকমারি পিঠে পুলিপায়েস তৈরি করে নতুন মাসকে স্বাগত জানানো হয়। এই পৌষ সংক্রান্তিতে মূলত চালের গুড়ো, ময়দা, নারকেল, দুধ, গুড় দিয়ে বিভিন্ন পিঠে তৈরি হয়। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে এদিন কাকভোর থেকেই প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে সপরিবারে স্নান সেরে সূর্য পূজা মগ্ন হয়েছেন প্রত্যেকে। যদিও এদিন সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই কুয়াশা চাদরে মোড়া গোটা জলপাইগুড়ি। ঠান্ডায় জুবুথবু জেলাবাসি।

গাজোলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হলো এক মৃৎশিল্পীর প্রতিমা গড়ার কারখানা

মালদা ঃ গাজোলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হলো এক মৃৎশিল্পীর প্রতিমা গড়ার কারখানা। সোমবার ভোর অন্ধকারে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনায় কোনও হাতাহতের খবর নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে মৃৎশিল্পীর প্রতিমা গড়ার কারখানাটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারখানার বিভিন্ন জিনিস পত্র। এই ঘটনার পর দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ,গাজোল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রঞ্জিত পাল ও অজিত পালের মৃৎশিল্পী কারখানাটি রয়েছে। এদিন ভোর অন্ধকারে আচমকা শর্ট সার্কিট হয়ে অগ্নিকাণ্ডে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মৃৎশিল্পী অরুণ পাল জানিয়েছেন, প্রায় ১০০ টি সরস্বতীর মূর্তি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে প্রতিমা গড়ার সরঞ্জাম পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রায় চার লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী রেলগেট এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন বাগড়কোট রেলগেটের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগী হলো রেল কর্তৃপক্ষ

শিলিগুড়ি ঃ পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী রেলগেট এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন বাগড়কোট রেলগেটের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগী হলো রেল কর্তৃপক্ষ। সোমবার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ফুলেশ্বরী রেলগেট সংস্কার ও মেরামতের কাজ শুরু করল রেল কর্তৃপক্ষ। এর আগে রেলগেটটি বেহাল দশায় থাকায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। সেই সমস্যা নজরে আসতেই সমাধানের উদ্যোগ নেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। এরপর তিনি রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে মেরামত এবং সংস্কারের জন্য পদক্ষেপ করেন। সেই মতো এদিন সকাল থেকেই রেলগেট সংস্কারের কাজ শুরু হয়। এদিন সেই সময় উপস্থিত শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং এডিআরএম সঞ্জয় চিলাওয়ারওয়ার।

পাশাপাশি বাগরাকোট রেলগেটের যানজট সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থার জন্য সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান তারা।

মন্দির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকতে অভিনব উপায়ে সেখানে পৌঁছে ইতিহাস গড়তে চাইছেন অনেকেই

ডিব্রুগার ঃ অযোধ্যার রাম লালার মন্দির উদ্বোধন নিয়ে উত্তেজনা গোটা দেশ জুড়ে। মন্দির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকতে অভিনব উপায়ে সেখানে পৌঁছে ইতিহাস গড়তে চাইছেন অনেকেই। তাই কেউ সাইকেল চালিয়ে, কেউবা গাড়ি নিয়ে অযোধ্যায় পৌঁছতে উদ্যোগী রাম ভক্তগণ। আর সেই লক্ষ্যেই অসম থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন সত্তরর্ধ ভবানী প্রসাদ রিমাল। ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন। সেই অনুষ্ঠানে সাক্ষী থাকতে ডিব্রুগার থেকে পায়ে হেঁটে অসম থেকে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা পৌঁছনো মুখের কথা নয়। এই প্রসঙ্গে ভবানী প্রসাদের যুক্তি, রামলালা মন্দির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকতে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়েছি। ঐতিহাসিক মুহূর্ত নিজের চোখে দেখতে পাওয়াটা ভাগ্যের। সোমবার জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর ছেড়ে যাওয়ার সময় এই বৃদ্ধের আশা তিনি ২১ তারিখেই পৌঁছে যাবেন রাম জন্মভূমি। প্রায় ১০ দিন ধরে রোজ সারাদিন এবং সন্ধ্যার কিছুসময় তিনি হেঁটে চলেছেন জাতীয় সড়ক ধরে। আর রাত কাটাতে ভরসা পথের ধারের কোন মন্দির বা পেট্রোল পাম্প। আবার ভোরের আলো ফুটতেই যাত্রা শুরু। দীর্ঘ প্রায় ১,২০০ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে পৌঁছবেন অযোধ্যা। রাস্তায় বহু মানুষ তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও কিছুই নেননি তিনি। তার কথায়, আমার যাত্রার গল্প শুনে অনেকেই গাড়িতে লিফট দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু আমি নিই নি। অনেকে জল বা খাওয়ার দিয়েছেন। আশ্রয়ের জন্য বাড়িতে থাকতে বললেও আমি থাকিনি। কারণ কষ্ট করলেই রামকে পাওয়া যায়। পেশায় গো পালক ভবানী জলপাইগুড়ির বুকে দাড়িয়ে জানান ২২ জানুয়ারি সারা দেশে অসময়ের দিওয়ালি দেখব আমরা। আমাদের রাম পৃথিবীর বুকে আবার নেমে আসবেন।

চার দফা দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলো অল খ্রিস্টান মাইনরিটি অর্গানাইজেশন

শিলিগুড়িঃ চার দফা দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলো অল খ্রিস্টান মাইনরিটি অর্গানাইজেশন। সোমবার জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠানো হয়। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে সংবাদ মাধ্যমের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে অল খ্রিস্টান মাইনরিটি অর্গানাইজেশন এর চেয়ারম্যান শ্যামল বাঘ বলেন, অবিলম্বে খ্রিস্টানদের জন্য পৃথক খ্রীষ্টান উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করতে হবে। সেই সাথে খ্রিস্টান জনজাতির মানুষদের তথ্য সংগ্রহ করার অনুমতি আধিকারিকদের প্রদান করতে হবে। এছাড়াও এই চিঠির মাধ্যমে চা বাগান এলাকায় বড়দিনে ছুটির ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে কোচবিহার রাজবাড়ি উদ্যান

কোচবিহারঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে কোচবিহার রাজবাড়ি উদ্যান। একদিকে যেমন রাজবাড়ী উদ্যানের উন্নয়ন নিয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না কর্তৃপক্ষ। প্রায় সময় উদ্যানে আসা পর্যটকদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা হতে হয় দুস্কৃতীদের দ্বারা। এই অবস্থায় রাজবাড়ী উদ্যানের নিরাপত্তা এবং শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতনের দাবিতে উপযুক্ত বেতনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে রাজবাড়ী উদ্যানে অবস্থানে বসেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন অনুমোদিত রাজবাড়ী উদ্যান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন । সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের দাবিগুলি যদি কর্তৃপক্ষ না মেনে নেয় তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে তারা বাধ্য হবেন।

দার্জিলিং নয়, মালদাতেই গড়ে উঠেছে পিকনিক করার নিদারুণ স্পট টাইগার হিল

মালদা ঃ দার্জিলিং নয়, মালদাতেই গড়ে উঠেছে পিকনিক করার নিদারুণ স্পট টাইগার হিল । জেলাবাসীর কাছেই মালদার টাইগার হিল এখন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিও পাহাড়ের রানী দার্জিলিং এর টাইগার হিলের সেই সৌন্দর্য , শীতের আমেজ, সূর্য উদয় কিছুই নেই মালদার টাইগার হিলে। রয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, জলাশয় , ঘন অরণ্য এবং বড় বড় মাটির স্তূপ তৈরি হয়েছে পাহাড়ের আকৃতিতে। যাকে এখন মালদাবাসী টাইগার হিল বলেই পরিচিত নাম দিয়েছেন। মালদা জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বামনগোলা ব্লকের জগদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ মাইল এলাকায় অবস্থিত রয়েছে এই টাইগার হিল নামক জায়গাটি। শীতের কনকনে আমেজ নিতেই প্রতিদিনই বিভিন্ন বয়সী মানুষেরা দলবেঁধে আসছে মালদার টাইগার হলে পিকনিক করতে। চতুর্দিকে গাছপালায় ঘন অরণ্যের পরিবেশ রয়েছে। তার মাঝে রয়েছে বিশাল একটি জলাশয়। যেখানে বিভিন্ন ধরনের পাখিদের দেখা মিলছে। বড় বড় মাটির স্তূপ গুলো পাহাড় প্রমাণ আকৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এই পরিবেশের মজা নিতেই দূর দূরান্ত থেকে পিকনিক করতে ছুটে আসছেন সাধারণ মানুষ। মালদার ইংরেজবাজার শহরের সানিপার্ক এলাকায় পিকনিক করতে এসেছিলেন গৃহ শিক্ষকদের একটি দল। পাশাপাশি কিছু সরকারি চাকরিজীবীরাও পরিবার নিয়ে এসেছেন পিকনিক করতে। তাঁরা বলেন এত সুন্দর পরিবেশ মালদায় আগে কখনো দেখিনি। গৌড়, আদিনা এগুলো তো ঐতিহাসিক নিদর্শন। কিন্তু এত সুন্দর পাহাড় অরণ্যের পরিবেশ সকলের মন ভরিয়ে তুলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মালদা টাইগার হিলের কথা জানতে পারি। তারপরে এখানে পিকনিক করতে আসি। উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার শহর থেকে বামনগোলা ব্লকের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করেও মানুষ ছুটে চলেছে টাইগার হিলে পিকনিক করতে। তবে পিকনিক করতে আসা সাধারণ মানুষেরা বলছেন এই পরিবেশকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে তুলতে গেলে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে। পরিবেশবিদদের সংগঠন সবুজ বাঁচাও সমিতির জেলা সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, এই ধরনের সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশ খুবই কম দেখা যায়। যারা ওই এলাকায় পিকনিক করতে যাচ্ছেন , তাঁরা যাতে নোংরা আবর্জনা যত্রতত্র ফেলে পরিবেশ নষ্ট না করেন। প্রকৃতি সুন্দর থাকলে সবাই সুস্থভাবে বাঁচতে পারবো। মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, মালদা টাইগার হিল নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব ভাইরাল হয়েছে। তবে আগামীতে ওই এলাকাটি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সাজিয়ে তোলার জন্য প্রযজেনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

নিউ টাউন জ্যোতিনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই চারটি বাড়ি

নিউ টাউন ঃ স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ সকালে কাল ধোয়া দেখে ছুটে আসে সবাই। প্রথমে একটি বাড়িতে আগুন লাগে, পরে ওই বাড়ির সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে আগুন ছড়িয়ে যায় আরো বেশ কয়েকটি বাড়িতে। পুলিশ এবং দমকলে খবর দেয়া হলে গলি রাস্তা হওয়ায় দমকল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারিনি।যদিও স্থানীয়রা পাশের জলাশয় থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ততক্ষণে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় চারটি বাড়ি। কিভাবে আগুন লেগেছে এখনো জানা সম্ভব হয়নি, তদন্তে নিউ টাউন থানার পুলিশ।

কটুক্তি এবং হেনস্থার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলো এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

মালদা ঃ কটুক্তি এবং হেনস্থার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলো এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সোমবার ভোরে ওই ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ী গান্ধীকলোনী এলাকায় । মৃত ছাত্রীর বাবা ও মা প্রতিবেশী এক যুবক ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে নিজের মেয়েকে কটুক্তি এবং উত্যক্ত করার অভিযোগ জানিয়েছে পুলিশকে। এই ঘটনার পর পাড়া প্রতিবেশীরাও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে নিজেদের ক্ষোভ জানিয়েছেন।

এদিন পুরাতন মালদা থানার পুলিশ ওই ছাত্রীর দেহ তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। পরে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে এই ঘটনার অভিযোগ দায়ের হতেই গা ঢাকা দিয়েছে প্রতিবেশী যুবক ও তার পরিবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম পায়েল দাস (১৬)। এবছর ওই ছাত্রী পুরাতন মালদার গৌড় ঘোষ গার্লস স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিত। মৃত ছাত্রীর বাবা পাণ্ডব দাস পেশায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মা গৃহবধূ পম্পা দাস। পরিবারের দুই মেয়ের মধ্যে পায়েল ছিল বড়। এদিন বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে নিজের শোবার ঘরে গলায় ওড়না জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মৃত ছাত্রীর মা পম্পা দাসের অভিযোগ, প্রতিবেশী এক যুবক ও তার পরিবার সবসময় আমার মেয়েকে রাস্তাঘাটে ধরে হেনস্থা করতো, কটুক্তি করতো। আজেবাজে ভাষায় কথা বলতো। এমনকি আমার মেয়েকে প্রতিবেশী ওই যুবক জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও পর্যন্ত দিয়েছিল। এসব নিয়ে মেয়ে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি চরম আতঙ্কে ছিল । আর কিছুদিন পর মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাড়ি থেকে বেরানো বন্ধ করে দিয়েছিল আমার মেয়ে। কিন্তু প্রাইভেট থেকে স্কুল যেখানেই যেতে হতো সেখানেই মেয়েকে ওরা ভয় দেখিয়ে হেনস্থা করতো। এসব কিছু সহ্য করতে না পেরে আতংকে পায়েল গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পুরো বিষয়টি আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।

মৃত ছাত্রীর বাবা পাণ্ডব দাসের অভিযোগ, প্রতিবেশী যুবকর তার পরিবারের লোকেরা আমার মেয়ের সঙ্গে যেভাবে আচরণ শুরু করেছিল তাতেও আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। ওদের এই আচরণের জন্য আমরা প্রতিবাদও জানিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা কোন কথাই শুনছিল না। জোর করে ওরা আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। মেয়ে ভয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছিল। রবিবার বামনগোলায় এক আত্মীয়র বাড়িতে আমরা নিমন্ত্রণ খেতে গেছিলাম। বড় মেয়ে ও তার মাসিকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম । এদিন ভোরেই মেয়ে বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে শোবার ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়। এই ঘটনায় পুরাতন মালদা থানায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন মৃত ছাত্রীর পরিবার। স্থানীয় কাউন্সিলর ঋনী দাস পাল জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক । যদি এরকম কোন অভিযোগ হয়ে থাকে অবশ্যই পুলিশ যাতে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে, সেই দাবিও রাখবো। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছেন, চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

বোনের অন্নপ্রাশনের দিন মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দাদা সহ তার বন্ধুর।রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জ

রাজগঞ্জ ঃ বোনের অন্নপ্রাশনের দিন মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দাদা সহ তার বন্ধুর।রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাঁড়াবাড়ি এলাকায়।মৃত দুই কিশোরের নাম শুভ বর্মন এবং সান্তিয়েল পাহাড়িয়া(১৩)।সোমবার মৃত কিশোর শুভ বর্মনের বাড়িতে গেলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় সহ বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা।

জানা গিয়েছে, রবিবার বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলকি পাড়ার বাসিন্দা শুভ বর্মনের বোনের অন্নপ্রাশন ছিল।সেকারণে বন্ধুকে নিয়ে আসতে বাইক নিয়ে নেপালিবস্তিতে যায় শুভ। বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ফাড়াবাড়ি এলাকায় একটি গাছে ধাক্কা মারে তার বাইক।ঘটনার পর পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাদের দুজনকেই মৃত বলে ঘোষনা করে।

আজ সকালে মৃত কিশোরের বাড়িতে যান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় সহ বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা।পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তারা।

এই বিষয়ে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, এই দুর্ঘটনার খবর শুনে খুব মর্মাহত হয়েছি।আজ পরিবারের সাথে দেখা করলাম ও পরিবারকে সমবেদনা জানালাম।পরিবারটিকে সাহায্যের আশ্বাসও দেন বিধায়ক।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

১৪ তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মালদা ঃ সোমবার থেকে মালদায় শুরু হলো ১৪ তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। মালদার ইংরেজবাজার শহরের ডিএসএ মাঠে তিনদিন ধরে এই রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর চলবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় এক হাজার প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। এদিন এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলাশাসক নীতিন সিঙ্হানিয়া , পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এক হাজার প্রতিযোগী প্রায় ৬১টি বিভাগে অংশ নিয়েছেন। সফল প্রতিযোগীদের বিশেষভাবে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে বলেও জানা গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার খোকলাবস্তিতে সোমবার ডুয়ার্স কিরাত রাই সমাজের পক্ষ থেকে উধৌলি সাকেলা উৎসব আয়োজিত হল

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার খোকলাবস্তিতে সোমবার ডুয়ার্স কিরাত রাই সমাজের পক্ষ থেকে উধৌলি সাকেলা উৎসব আয়োজিত হল । রাই সমাজের মহান উৎসব উধৌলি সাকেলা উৎসব এবছর আয়োজিত হল খোকলাবস্তিতে । এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাই জনজাতির মানুষেরা এদিন সাকেলা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া এদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাই সমাজের বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন । আয়োজকরাজানান রাই সমাজের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে এছাড়া প্রকৃতি পুজো আয়োজিত হয়েছে। সাকেলা হচ্ছে রাই সমাজের নববর্ষ। এদিনের অনুষ্ঠানে রাই সমাজের সাংস্কৃতিক নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

পায়ে হেঁটে অযোধ্যা রওনা রামভক্তের

ইসলামপুর ঃ কনকনে শীতে পেয়ে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রামভক্ত ভীষ্ম বিশা ও রাধাম মুশারি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় উদ্বোধন হতে চলেছে রাম মন্দির। এই দিনে অনেকেই ট্রেন, বাস, প্লেনে চেপে সেখানে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু প্রকাশ নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একজন প্রকৃত রামভক্ত হিসেবেই পায়ে হেঁটে আসাম থেকে এগিয়ে চলেছে অযোধ্যার দিকে। তার বাড়ি আসামের বরপেটা এলাকায়। ওই দুইজন পেশায় হোটেল কর্মী। সোমবার সকালে তারা ইসলাম উড়ে এসে পৌঁছায়। তারা বলেন, 'সারাদেশ থেকে মানুষ অযোধ্যায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। বিগত দিনগুলো বেশ কিছু ঝুঁকি ঝামেলার মধ্যে কাটানোর পর এবার যাতে ভালো দিন আসে সেই উদ্দেশ্যে অযোধ্যা যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুবই উৎফুল্ল। রামনাম নিতে নিতে আমি বুঝতেই পারিনি কীভাবে এতটা রাস্তা পেরিয়ে ইসলামপুর পৌঁছে গিয়েছি!' ২২ শে জানুয়ারির মধ্যে অযোধ্যা পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন তিনি। যেখানে যেমন সুযোগ পাবেন সেভাবেই রাত কাটাবেন তারা। এই প্রয়াসে রাস্তার পাশে থাকা সাধারণ মানুষের সাহায্যকে রামের আশীর্বাদ হিসেবেই দেখছেন তিনি। পিছনের ব্যাগে রাম মন্দিরের ছবি এবং তাঁর এই ভ্রমণের বিষয়ে তথ্য দেখে অনেকে সামনে এগিয়ে এসে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেন। আবার অনেকে পাশে দাঁড়িয়ে ছবিও তোলেন। অনেকে তাদের খাবার জিনিস এবং জল কিনে দেন। তারা কি আদৌ নির্দিষ্ট দিনে অযোধ্যা পৌঁছাতে পারবেন এই প্রশ্ন তারা বলেন, পা ঠিকঠাক মতো চলছে না ।তবু ও জান লড়িয়ে দেব, চেষ্টা করব নির্দিষ্ট দিনে অযোধ্যায় পৌঁছানোর

#HOCKEYINVITES
ENROUTETOPARIS

FIH
HOCKEY INDIA

FIH HOCKEY OLYMPIC QUALIFIERS 2024 RANCHI

FREE ENTRY

FIH HOCKEY OLYMPIC QUALIFIERS RANCHI 2024

MARANG GOMKE JAIPAL SINGH ASTROTURF HOCKEY STADIUM, RANCHI

TODAY'S MATCHES

TIME: 10:30
Loser Match 13 VS Loser Match 14

TIME: 13:30
Winner Match 13 VS Winner Match 14

TIME: 16:30
Loser Match 15 VS Loser Match 16

TIME: 19:30
Winner Match 15 VS Winner Match 16

19 JANUARY 2024

FINAL

19:30 ONWARDS

HEMANT SOREN
Chief Minister, Jharkhand

INDIA
WATCH LIVE ON
sports 18 JioCinema

STADIUM ENTRY (FOR SPECTATORS) 08:30 am Onwards

GLOBAL PARTNERS: ODISHA India's best kept secret, Watch Hockey
NATIONAL PARTNERS: ODISHA India's best kept secret
GLOBAL SUPPLIER: polytan
NATIONAL SUPPLIERS: SHALBY DIVINE, Sportz

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT, JHARKHAND

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জার্মানির ভারসাম্যের নীতি

সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফরেও ইসরায়েলের বিষয়ে জার্মানির অবস্থান পরিষ্কার করতে হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবককে। তবে মতপার্থক্য পাশ কাটিয়ে এই অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য ও কৌশলগত সম্পর্ক জোরদারেই কাজ করছে জার্মানি।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সফরের ষষ্ঠ দিনে গত ১২ জানুয়ারি কুয়ালালামপুরে পৌঁছান জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। দেশটি থেকে গাজার দূরত্ব সাত হাজার ৬০০ কিলোমিটার হলেও ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ তার এই সফরে মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বেয়ারবক নিজেও বলেছেন তিনি মুসলিম প্রধান একটি দেশের অবস্থান আরো ভালোভাবে বুঝতে চান এবং এই সংঘাতের বিষয়ে জার্মানির অবস্থান স্পষ্ট করতেও তিনি আগ্রহী।

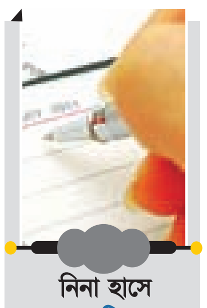

নিনা হাসে
প্রাবন্ধিক

বেয়ারবক জার্মানির গণমাধ্যমকে বলেছেন, মালয়েশিয়ার বেশিরভাগ মানুষ এখনো জানেন না ৭ অক্টোবরের সন্ত্রাসী হামলার পর ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস প্রায় ১৩০ জনকে এখনো বন্দি রেখেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিশুটির বয়স সবে এক বছর হয়েছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে মালয়েশিয়ার কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। বরং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)'তে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে করা সাউথ আফ্রিকার মামলায় সমর্থন দিচ্ছে কুয়ালালামপুর। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইইউসহ কয়েকটি দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করলেও কুয়ালালামপুর তাদের কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে দেখে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে হামাসের নেতাদের ভালো সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করা হয়। ইসরায়েল হামাস সংঘাত নিয়ে জার্মানি ও মালয়েশিয়ার অবস্থানের পার্থক্য তাই বিস্তর।

ভারসাম্য রক্ষার কৌশল

জার্মানির রক্ষণশীল বিরোধী দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন (সিডিইউ)'র সাংসদ য়্যুর্গেন হার্ডট ডয়চে ভেলেকে বলেন, বার্লিনের উচিত মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর কাছে এটি পরিষ্কার করা যে, ''ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে জার্মানির সবচেয়ে কাছের মিত্র।''

২০০৫ সালের পরে মালয়েশিয়া সফর করা প্রথম জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক। দেশটি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জার্মানির অন্যতম বাণিজ্য অংশীদার।

বেয়ারবক তার সফরে ইসরায়েলের অস্তিত্ব ও নিজেদেরকে রক্ষার অধিকারের প্রতি জার্মানির সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, জার্মানি গাজায় দুর্ভোগের অবসান চায় এবং ফিলিস্তিনের বেসামরিক মানুষকে রক্ষা ও ইসরায়েলকে সংযম প্রদর্শনে তারা আহ্বান জানিয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্য সফরের অভিজ্ঞতার কথাও তিনি তুলে ধরেন। হামাসের হাতে বন্দিদের পরিবার, ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসা দেয়া মিশরীয় ডাক্তার, ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার শিকার ফিলিস্তিনি এবং গাজার মিশর ও রাফাহ সীমান্তে জাতিসংঘের সহায়তাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা তিনি জানান।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জার্মানির পুরোনো রাজনীতি

ইসরায়েল হামাস সংঘাত নিয়ে মালয়েশিয়ার মতো এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সঙ্গে জার্মানির যোজন দূরত্ব থাকলেও তা সম্পর্কের লিটমাস পরীক্ষায় রূপ নেয়নি বলে মনে করেন জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্সের এশিয়া বিশেষজ্ঞ ফেলিক্স হাইডুক। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ''ইন্দো প্যাসিফিকের এই অঞ্চলকে জার্মানির নীতিনির্ধারকেরা ২১ শতকের বৈশ্বিক অর্থনীতির উপকেন্দ্র হিসেবে দেখে থাকেন, যেটি মার্কিন চীনের মধ্যকার প্রধান সংঘাতভূমি।''

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চীনের বাইরে এই অঞ্চলে জার্মানি তার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোও মার্কিন চীন দ্বন্দ্বের বাইরে জার্মানিকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করছে।

বেয়ারবক ফিলিপাইন্সে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। ফিলিপাইন্সের উপকূলরক্ষী বাহিনীর জন্য সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে চীনের সঙ্গে ফিলিপাইন্সের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে বেইজিংকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বানও জানিয়েছেন। এই বিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চীন অন্য দেশকে আঞ্চলিক ইস্যু থেকে দূরে থাকতে বলেছে।

তবে সেখানে বেয়ারবককে ইসরায়েল ইস্যুতে জার্মানির অবস্থান বর্ণনা করতে হয়নি, কেননা ফিলিপাইন্স এরই মধ্যে হামাসের হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

এশিয়া বিশেষজ্ঞ ফেলিক্স হাইডুক মনে করেন, ইসরায়েল হামাস সংঘাত নিয়ে মতপার্থক্য এই দেশগুলোর সঙ্গে জার্মানির বাণিজ্য ও বিনিয়োগে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না। এমনকি সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে কূটনীতিতে এই ইস্যুটি তেমন প্রাধান্য পায়নি।

ইউক্রেনের রাশিয়ার হামলা নিয়েও ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে জার্মানির দূরত্ব রয়েছে। এই দেশগুলো রাশিয়ার বিপক্ষে জাতিসংঘে নিন্দা না জানিয়ে জার্মানিকে বিব্রত করেছে। কিন্তু তাতে বেয়ারবক দেশগুলোতে ভ্রমণ থেকে বিরত থাকেননি বলে উল্লেখ করেন হাইডুক।

অন্যদিকে সিডিইউর রাজনীতিক হার্ডট বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে বেয়ারবকের সফরের প্রাপ্তিকে বড় করে দেখতে নারাজ। তিনি বলেন, ''সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ইস্যুটি এই সফরে এক পাশে রয়ে গেছে''। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বর্তমান জোটের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব আছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তবে হাইডুকের মতে, জার্মানি দেরিতে হলেও এই অঞ্চলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের পদক্ষেপ নিয়েছে। বেয়ারবকের সফর সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ইসরায়েল, রাশিয়া, ইউক্রেন ইস্যুকে পাশ কাটিয়ে জার্মানি ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক এগিয়ে চলেছে। সেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে চীন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ।

সম্পাদকীয়

হাউজ অব কমন্সে বিতর্কিত রুয়ান্ডা বিল পাস

নিজ দলের ভেতরের বিদ্রোহ ব্যর্থ করে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউজ অব কমন্সে সফলভাবে নিজেদের রুয়ান্ডা বিল পাস করাতে সক্ষম হয়েছে ঋষি সুনাক সরকার।

ঋষি সুনাক সরকার যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রত্যাশীদের রুয়ান্ডা পাঠিয়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করেছে। সরকারের ওই পরিকল্পনা আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া আটকাতে এই বিলটি প্রস্তাব করা হয়। বুধবার হাউজ অব কমন্সে তা ৩২০-২৭৬ ভোটে পাস হয়। রুয়ান্ডা নিরাপদ দেশ নয়, তাই আশ্রয়প্রত্যাশীদের সেদেশে পাঠিয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হবে বলে যুক্তরাজ্য সরকারের বিতির্কিত এই রুয়ান্ডা প্ল্যান গত বছর আটকে দেয় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার পাস হওয়া বিলটি যদি আইনে পরিণত হয় তবে বিচারকরা রুয়ান্ডাকে তৃতীয় নিরাপদ দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য হবেন। যেহেতু বিলটি হাউজ অব কমন্সে তৃতীয় ও চূড়ান্ত বাধা অতিক্রম করে গেছে, তাই এখন সেটি উচ্চ কক্ষ হাউজ অব লর্ডসে পাঠানো হবে। সেখানে অনুমোদন পেলেই বিলটি আইনে পরিণত হবে।

পার্লামেন্টারি বিতর্কে কী বলা হয়েছে? বিরোধী দলের নেতা কেইর স্টারমার বিলটির ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যুক্তরাজ্য সরকার তাদের রুয়ান্ডা প্ল্যানের অংশ হিসেবে আশ্রয়প্রত্যাশী যে পাঁচ হাজার জনকে রুয়ান্ডা পাঠিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছিল তাদের প্রায় ৮৫ শতাংশের খোঁজ এখন আর তাদের হাতে নেই বলে স্বীকার করেছে সুনাক সরকার। স্টারমার প্রশ্ন তোলেন, সরকার তাদের খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে কিনা। বলেন, এই নীতি নিয়ে বিতর্কের আগেই তো এটি ব্যয়বহুল ও অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটা কোনো পরিকল্পনা নয়, এটা প্রহসন। শুধুমাত্র এই সরকারই এমন একটি অপসারণ নীতিতে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড অপচয় করতে পারে, যেটি আদতে কাউকে অপসারণ করে না। রুয়ান্ডা প্ল্যান অনুযায়ী, যুক্তরাজ্য সরকার সে দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করা ব্যক্তিদের রুয়ান্ডায় পাঠিয়ে দেবে। সেখানে তারা যুক্তরাজ্যে বসবাসের কোনো সম্ভাবনা ছাড়াই আশ্রয় চাইতে পারবে। এই প্ল্যান মূলত ২০২১ সালে করা, যখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বরিস জনসন এবং ঋষি সুনাক ছিলেন তার অর্থমন্ত্রী। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ (ব্রেক্সিট) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরপরই এই পরিকল্পনা করা হয়। কারণ, ব্রেক্সিটের পরও যুক্তরাজ্যে বৈধ এবং অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীরা বিশেষ করে ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করে। বুধবার যে বিলটির উপর ভোট হয়েছে, সেটির লক্ষ্য মূলত সরকারের এই পরিকল্পনাটিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুযোগ সীমিত করে দেওয়া। তবে সরকার এও বলেছে যে, তারা পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব তা সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে দেখছে। তাছাড়া, রুয়ান্ডা স্পষ্ট করেই বলেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন হবে না এমন নিশ্চয়তা পাওয়ার পরই কেবল তারা কোনো চুক্তিতে অগ্রসর হবে। যুক্তরাজ্য ইতিমধ্যে তিন হাজার তিনশ কোটি টাকা রুয়ান্ডাকে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের দাবি, এই নিয়ম চালু হলে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা আর যুক্তরাজ্যে আসবেন না।

জানা অজানা

'গাজায় আন্তর্জাতিক আইন পদদলিত হচ্ছে'

গাজা যুদ্ধে জড়িত সব পক্ষ আন্তর্জাতিক আইনকে 'পদদলিত করছে' এমন মন্তব্য করে সেখানে দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামে বুধবার গুতেরেস বলেন, যুদ্ধরত সব পক্ষ আন্তর্জাতিক আইনকে 'অবজ্ঞা করছে', জেনেভা কনভেনশনকে 'পদদলিত করছে' এবং এমনকি জাতিসংঘ সনদেরও 'লঙ্ঘন করছে'। ''বিশ্ব ওইসব বেসামরিক লোকজনের পাশে আছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু, যাদের হত্যা করা হয়েছে, আহত হয়েছে, বোমা বর্ষণ করা হয়েছে, বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে এবং যাদের কাছে মানবিক ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে দেওয়া হচ্ছে না। ''আমি গাজায় দ্রুত মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছি এবং দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের ভিত্তিতে একটি প্রক্রিয়ার কথা বলছি, যা ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য টেকসই শান্তি নিয়ে আসবে।'' ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতির আহ্বান বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, হামাসকেসম্পূর্ণ পরাজিত না করা এবং গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল থেকে হামাসের ধরে নিয়ে যাওয়া জিম্মিদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত গাজায় অভিযান চলবে। ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চলায় হামাস। যার প্রতিক্রিয়ায় গাজায় তীব্র আকাশ হামলা শুরু করে ইসরায়েল। পরে শুরু হয় স্থল অভিযান। গত প্রায় সাড়ে তিনমাস ধরে চলা এই হামলায় গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার প্রায় সবাই নিজ নিজ বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। খাবার, জল, জ্বালানি ও ওষুধসহ নিত্যপণ্যের মারাত্মক সংকটে গাজায় ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ত্রাণ কার্যক্রমও ঠিকমত পরিচালিত হতে দেওয়া হচ্ছে না। গাজা দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্ত দাঁড়িয়ে আছে বলে আগেই সতর্ক করেছে জাতিসংঘ। ইসরায়েল শুরুতে গাজার উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালায়। গাজা সিটিসহ ছোট্ট এই ভূখণ্ডটির উত্তরের বেশিরভাগ অংশ এখন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। তারা এখন গাজার দক্ষিণাঞ্চলে অভিযানের দিকে অধিক মনযোগ দিয়েছে। ইসরায়েলের হামলায় গাজায় প্রায় ২৪ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে সেখানে হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

রিমাইগ্রেশন বিতর্ক ও এএফডিকে নিষিদ্ধ করার দাবি

পিটার হিলে

জার্মানি থেকে অভিবাসীদের গণহারে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে অতিদক্ষিণপন্থিরা। এএফডির কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য এর সঙ্গে যুক্ত।

গত ১০ জানুয়ারি অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম কারেকটিভ রিপোর্ট করেছিল যে, পটসডামের একটি হোটেলে দক্ষিণপন্থি দল এএফডি ও নব্য নাৎসিরা বৈঠক করেন।

সেই বৈঠকে যোগদানকারী নেতারা 'রিমাইগ্রেশন' নিয়ে আলোচনা করেন। 'রিমাইগ্রেশন' মানে জার্মানিতে যে অভিবাসীরা আছেন, তাদের ফেরত পাঠানো। তারা যে দেশ থেকেই আসুন না কেন, তাদের নিজেদের আদি দেশে ফেরত পাঠাতে হবে, এই ছিল বৈঠকের বিষয়বস্তু।

দক্ষিণপন্থি ও অতিদক্ষিণপন্থিরা রিমাইগ্রেশন কথাটি খুবই ব্যবহার করেন। কারেকটিভের রিপোর্ট বলছে, পটসডামের বৈঠকে অভিবাসীদের বহিষ্কার করা নিয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা ও মাস্টার প্ল্যান বানানোই ছিল মূল কর্মসূচি।সেখানে যারা রেসিডেন্ট পারমিট নিয়ে আছেন অথবা যারা জার্মানির নাগরিকত্ব পেয়েছেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে পারেননি, তাদের প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়েছে।

সংবিধানবিরোধী কাজ নিয়ে ক্ষোভ

বৈঠকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জার্মানির সংবিধানে লিখিত মৌলিক অধিকারের বিরোধী। তাছাড়া সরকারি আইনে কাউকে তাদের জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা বা মূল দেশের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যায় না। পটসডামের রিপোর্ট নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে। এফডিপির পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ক্রিশ্চিয়ান ডার বলেছেন, ''লাখ লাখ অভিবাসীদের বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত জার্মানির ইতিহাসে অন্ধকারতম অধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।'' তিনি ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সালের নাৎসী যুগের প্রসঙ্গই তুলেছেন।

কারা বৈঠকে ছিল?

কারেকটিভের রিপোর্ট বলছে, অবসরপ্রাপ্ত ডেন্টিস্ট ও অতিদক্ষিণপন্থি নেতা গেয়ারনোট ম্যোরিশ ছিলেন এই বৈঠকের আয়োজক। তার সঙ্গে ছিলেন শিল্পপতি হানস ক্রিশ্চিয়ান লিমের। বৈঠকে যারা যোগ দিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ইউরো ডোনেশন চাওয়া হয়। এএফডির সহকারী নেতা অ্যালিস ভাইডেলের পরামর্শদাতা রোলান্ড হার্টভিশ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও এএফডির পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন বৈঠকে ছিলেন। জার্মানির সবচেয়ে বড় বিরোধী দল সিডিইউএর কয়েকজন নেতাও ছিলেন বলে রিপোর্ট জানাচ্ছে। তবে বৈঠকে যারা যোগ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হলো অস্ট্রিয়ার রাজনীতিবিদ মার্টিন সেলনার। তিনিই রিমাইগ্রেশনের তত্ত্ব বিস্তারিতে বলেন।

এএফডির মত

কিছুদিন আগে জার্মানির চ্যান্সেলর শলৎস বলেছিলেন, ''যাদের জার্মানিতে থাকার অধিকার নেই, এমন মানুষদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা আমাদের শেষ পর্যন্ত করতেই হবে।''

বিরোধী জোট সিডিইউ সিএসইউয়ের অনেক রাজনীতিবিদও এই মত সমর্থন করেন। এএফডি দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছে, অভিবাসীদের গণহারে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। ২০২১ সালে দল তার ইস্তাহারে রিমাইগ্রেশন কথাটা ব্যবহার করেছে।

১০ জানুয়ারি দল এক্স এ যে মেসেজ পোস্ট করেছে, তাতেও রিমাইগ্রেশন কথাটি আছে।

এএফডিকে নিষিদ্ধ করার দাবি

এএফডির নেতা ও পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য পটসডাম বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন, এই তথ্য সামনে আসার পরই আবার ওই দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। সিডিইউ নেতা ও একটা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টমাস স্ট্রবল বলেছেন, ''গোয়েন্দা সংস্থাগুলির এএফডির কাজকর্ম খতিয়ে দেখার যথেষ্ট কারণ আছে।''

জার্মানিতে শুধুমাত্র জাতীয় সাংবিধানিক আদালত একটি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। ১৯৫৬ সালে শেষবার একটি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

সিডিইউ নেতা ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎস বলেছেন, আমাদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এএফডিকে নিষিদ্ধ করে তাদের শহিদের মর্যাদা দেয়ার কোনো অর্থ হয় না।

সাময়িকী

ইউক্রেনের জন্য পশ্চিমা সহায়তা নিয়ে আশার আলো

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি পশ্চিমা সহায়তার অভাবে রাশিয়ার জয় ও ইউরোপের জন্য বড় সংকটের পূর্বাভাস দিয়েছেন। ওয়াশিংটন ও ব্রাসেলস রাজনৈতিক জটিলতা কাটিয়ে আবার সহায়তা শুরুর আশা করছে।

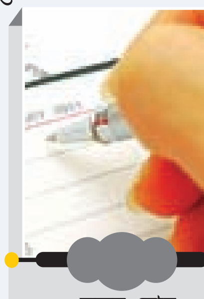

সুজয় বোস
প্রাবন্ধিক

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিতে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে গেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ন্যাটোর মহাসচিব ইয়েন্স স্টোলটেনব্যার্গের সঙ্গে সেখানে বৈঠক হয় তার। অ্যামেরিকা ও ইউরোপে রাজনৈতিক জটিলতার কারণে ইউক্রেনের জন্য সহায়তায় বিলম্ব ঘটায় উদ্বিগ্ন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামে যোগ দিতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এমনটা চলতে থাকলে গোটা ইউরোপ বিশাল সংকটের মুখে পড়বে। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা না পেলেও ইউক্রেন লড়াই চালিয়ে যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে রাশিয়া ইউক্রেন দখল করতে সমর্থ হবে। সেটা ঘটলেই ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হবে বলে জেলেনস্কি মনে করেন। সেইসঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনের পরাজয়ের ফলে ইউরোপে আরো শরণার্থীর ঢল নামবে। ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য ও বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ হয়ে যাবে। এমন নেতিবাচক চিত্র সত্ত্বেও ইউক্রেনের জন্য সহায়তার ক্ষেত্রে সামান্য হলেও কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংসদে দুই দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বাজেট নিয়ে অচলাবস্থা কাটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে রাজনৈতিক বিবাদ কাটিয়ে ঐকমত্যের আশা করেন। সেটা সম্ভব হলে ইউক্রেনের জন্য ধার্য প্রায় ৬,১০০ কোটি ডলার অংকের সহায়তাও সংসদে অনুমোদিত হবে। বিরোধী রিপাবলিকান দলের নেতারাও ইউক্রেনের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বেগের কথা স্বীকার করেছেন। বৃহস্পতিবারই সংসদে ভোটাভুটির মাধ্যমে মার্কিন বাজেট অনুমোদন করা হতে পারে।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েনও দাভোসে ইউক্রেনের জন্য ধার্য সহায়তা নিয়ে জটিলতা কাটানোর বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছেন। আগামী চার বছরের জন্য প্রায় ৫,০০০ কোটি ইউরো অংকের সহায়তার প্রশ্নে হাঙ্গেরি ভেটো প্রয়োগ করায় বিষয়টি স্থগিত রয়েছে। ইইউ কমিশন ও ইইউ পার্লামেন্ট সেই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। হাঙ্গেরির আপত্তি সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাকি ২৬টি দেশ দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সেই সহায়তার সিংহভাগ ইউক্রেনের হাতে তুলে দিতে পারে, এমন সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারিইইউ শীর্ষ সম্মেলনে এই সমস্যার জট ছাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পশ্চিমা সহায়তা হাতে পেলে ইউক্রেন কোন বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে, সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবা ডাভোসে তা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, রাশিয়ার হামলার তৃতীয় বছরে আকাশসীমার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণই তাঁর সরকারের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। রাশিয়া থেকে লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা সামলাতে ইউক্রেন হিমসিম খাচ্ছে। কুলেবা বলেন, যে পক্ষ আকাশ নিয়ন্ত্রণ করবে, তার হাতেই যুদ্ধের সমাপ্তির উপায় ও সময় স্থির করার ক্ষমতা থাকবে।

পাঠকের চিঠি

কম জলেতে কমলালেবু চাষে সাহায্য করছে এআই

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধাক্কায় স্পেনের দক্ষিণে কমলালেবু চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলের অভাব সত্ত্বেও গাছের সুরক্ষায় এবার আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। একগুচ্ছ পদক্ষেপের মাধ্যমে সার্বিক সমাধানসূত্রের আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্পেনের কর্দোবা ও সেভিয়া শহরের মাঝে কমলালেবুর বাগিচা রোদের তাপে পুড়ে, শুকিয়ে গেছে। আগের বছরের মতো প্রায় ১৬ লাখ টনের ফসল যে এবার পাওয়া যাবে না, চাষিদের কাছে তা এখনই স্পষ্ট হয়ে গেছে। খোসে ফার্নান্দেস দে এরেদিয়া প্লান্টেশনের দিকে চলেছেন। সেখানে আর কোনো জল আসছে না। তিনি বলেন, ''বীজ বপন করে গাছগুলি বড় করেছি। এখন সেগুলির এমন অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগছে। ১৪ বছরে এমন অবস্থা কখনো দেখি নি। এখানে কিছু জায়গায় একেবারেই কোনো কমলালেবু ফলেনি, অন্য জায়গায় কয়েকটি ফল দেখা যাচ্ছে। তবে কমলার আকার খুবই ছোট, কয়েকটি এমনকি রস বার করারও উপযুক্ত নয়। গাছগুলি পুরোপুরি ফুলেফেঁপে ওঠার কথা। কিন্তু সেটা ঘটে নি।'' গাছগুলি দেখাশোনার জন্য হাজার হাজার পরিবারের পানির প্রয়োজন। কিন্তু জলাধার প্রায় শুকনা। মাত্র দশ শতাংশের মতো পানি অবশিষ্ট রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা কমপক্ষে পরের বারের খরার জন্য প্রস্তুতি নেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী এমিলিও কামাচো মনে করেন, ''আমাদের জলের সরবরাহে উন্নতি ঘটাতে হবে। অর্থাৎ জল ধরে রাখার আরো পথ খুঁজতে হবে। সেইসঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে জলের ব্যবহার আদর্শ করে তুলতে হবে।'' সেই লক্ষ্যে বিশেষ সেন্সরের প্রয়োজন। সেই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সেভিয়ার উত্তরে এক ফিনকা বা খামারে মাটির আর্দ্রতা পরিমাপ করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে গাছের ব্যাসও মাপা হচ্ছে। গাছ কুঁকড়ে গেলে বোঝা যায় জলের প্রয়োজন। ফিনকা ন্যাচারাল গ্রিনের সমন্বয়ক খেসুস মার্তিনেস বলেন, ''এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে অন্যান্য খেতের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। কোন গাছের কখন, কতটা পানি প্রয়োজন আমরা তা জানতে পারছি।'' জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলে কৃষিকাজ করতে হলে সেই জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। তবে স্পেনের দক্ষিণে কৃষিকাজ টিকিয়ে রাখার জন্য সেটাই যথেষ্ট হবে না। স্পেনের ডাব্লিউডাব্লিউএফ শাখার প্রতিনিধি ফেলিপে ফুয়েন্তেলসাস মনে করেন, ''আমাদের সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বন্ধ করতে হবে, আরো ভালোভাবে জলের ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া সেচ ছাড়া চাষ করা যায়, এমন গাছের চাষ বাড়াতে হবে। সবাই মিলে একটা সমাধানসূত্র পেতে আমাদের নানা রকম পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।'' আরো কম জল দিয়ে সেচ ব্যবস্থাও একটা সমাধানসূত্র হতে পারে। মালাগা শহরে টিইউপিএল অ্যাগ্রো নামের এক স্টার্টআপ কোম্পানি সেই লক্ষ্যে এক সফটওয়্যার তৈরি করছে। **সুকুমার, রাঁচি**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জয়দা টুসু মেলায় বিজেপি কম্বল, খিচুড়ি এবং ছোলা গুড় বিতরণ করেছে

সেবাই পরম ধর্ম এই উক্তিটি বাস্তবায়নের প্রয়াস ঃ মধুসূদন গোরাই

জামশেদপুর ঃ চান্ডিল মহকুমার প্রসিদ্ধ প্রাচীণ জয়দা টুসু মেলায়, ভারতীয় জনতা পার্টি আগত ভক্ত ও টুসু প্রেমীদের মধ্যে প্রায় ৪০০টি কম্বল বিতরণ করেছে। এ সময় খিচড়ি ও ছোলা গুড়ও বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে বিজেপির সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলা মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই বলেন যে সনাতন ধর্মে সেবাকে পরম ধর্ম বলে মনে করা হয় এবং আমরা সবাই বিজেপি সৈনিকরা এই বক্তব্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। সাংসদ প্রতিনিধি মদন সিং সর্দার বলেন, বিজেপি গ্রামের শেষ মানুষটিকে পরিষেবা দিতে চায়। এরই ধারাবাহিকতায় জয়দার বিখ্যাত টুসু মেলায় কম্বল, খিচুড়ি ও ছোলা গুড় বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিজেপির সেরায়কেলা খরসাওয়ান জেলা মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই, বিজেপি নেত্রী সারথি মাহাতো, অনিতা পরিত, কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি মনোজ মাহাতো, সাংসদ প্রতিনিধি মদন সিং সর্দার, দিলীপ মাহাতো, কৃষ্ণ মাহাতো, চান্ডিল পশ্চিম মণ্ডল সভাপতি খগেন মাহাতো, মতিলাল কর্মকার , মহেশ কর্মকার, বৃন্দাবন কুম্ভকার, দীপু জয়সওয়াল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির দুটি দল প্যান্ডেল তৈরি করেছে

ইছাগড় বিধানসভা আসনে সব রাজনৈতিক দল নানা দলে বিভক্ত। জয়দা টুসু মেলায় বিজেপির দলাদলি স্পষ্ট দেখা গেল। বিজেপির একটি গোষ্ঠীর প্যান্ডেলে, পুরানো এবং সিনিয়র দলের কর্মী এবং জেলা আধিকারিকদের সরাইকেলা খারসাওয়ান জেলা সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন গড়াই, বিজেপি নেতা সারথি মাহাতো, অনিতা পরিত, কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি মনোজ মাহাতো, সাংসদ প্রতিনিধি মদন সিং সর্দার, দিলীপ মাহাতো, কৃষ্ণা। মাহাতো।, চাঁদিল পশ্চিম বিভাগের সভাপতি খগেন মাহাতো, মতিলাল কর্মকার, মহেশ কর্মকার, বৃন্দাবন কুম্ভকার, দীপু জয়সওয়াল প্রমুখ ভক্তদের সেবা করতে দেখা গেছে। দ্বিতীয় প্যান্ডেলে বিজেপি যুব মোর্চা নেতা বিনোদ রাইয়ের নেতৃত্বে যুবকদের একটি দল ভক্তদের সেবা করছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে দলে দলাদলির বিরূপ পরিণতি হতে পারে।

ইসরায়েলের সঙ্গে বন্ধুত্বের দ্বার এখনো খোলা সৌদি আরবের, তবে শর্ত আছে

রিয়াদ ঃমধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ অগ্রগতি হয়েছিল ইসরায়েলের। চারটি দেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর সৌদি আরবের সঙ্গেও ইহুদি রাষ্ট্রটির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা নিয়ে আলোচনা এগিয়েছিল। এমন অবস্থার মধ্যে গত ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরু হলে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক কীভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তা নিয়ে লিখেছেন সিএনএনের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সাংবাদিক নাদিন ইব্রাহিম।

ফিলিস্তিনের গাজায় গত ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া সংঘাতের কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বেশ কাছাকাছি ছিল সৌদি আরব। এখন সংঘাতের তিন মাসে পেরিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন ২৪ হাজারের বেশি মানুষ। এ নিয়ে উত্তাল আরব বিশ্ব। এরপরও ইসরায়েলের স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে রিয়াদ।

গাজায় সংঘাত শুরুর পর কয়েকবার মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সর্বশেষ তিনি সৌদি আরব, ইসরায়েলসহ এ অঞ্চলের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। সৌদি আরব থেকে ইসরায়েলে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের ব্লিঙ্কেন বলেন, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আলোচনা চলতে থাকবে। আর এ লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এ অঞ্চলে স্পষ্ট আগ্রহও রয়েছে।

'সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তিই হলো যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কারও জন্য একমাত্র উপায়, যেখানে ইসরায়েলকে ছাড় দিতে রাজি করানো সম্ভব হবে।'

গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার পরও দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে আগ্রহের কথা জানিয়েছে সৌদি আরবও। গত সপ্তাহে বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত প্রিন্স খালিদ বিন বান্দার। সেখানে তিনি বলেন, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আগ্রহটা অবশ্যই আছে। এমনকি ১৯৮২ সাল থেকেই এই আগ্রহ রয়েছে।

তবে বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন, গাজা সংঘাতের আগে সময়ের তুলনায় এখন ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিনিময়ে সৌদি আরবের দাবিদাওয়া বেশি থাকতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কাছ থেকে নিজেদের আরও বেশি দাবি ছাড় করিয়ে নিতে পারে রিয়াদ।

এ নিয়ে সৌদি আরবের লেখক ও বিশ্লেষক আলী শিহাবি সিএনএনকে বলেছেন, দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের ভিত্তি তৈরি করতে ইসরায়েলকে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার শর্ত দিতে পারে সৌদি আরব। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ইসরায়েলকে গাজা অবরোধ প্রত্যাহারের শর্ত দেওয়া হতে পারে। একই সঙ্গে গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে (পিএ) পূর্ণ ক্ষমতা

দেওয়ার বিষয়টি তোলা হতে পারে। দেওয়া হতে পারে পশ্চিম তীর থেকে অবৈধ ইহুদি বসতি সরিয়ে নেওয়ার শর্তও।

ইসরায়েলের দখল করা পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চান ফিলিস্তিনিরা।

এর আগে যেসব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে, ইসরায়েল তাদের মিথ্যা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল উল্লেখ করে আলী শিহাবি বলেছেন, সৌদি আরবের সঙ্গে এমনটি করলে চলবে না। তাঁর ভাষ্য, ইসরায়েল যদি মধ্যপ্রাচ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের পথে আরও এগোতে চায়, সে জন্য গাজায় সংঘাত বন্ধ করতে হবে এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একটি বাস্তবসম্মত পথ তৈরি করতে হবে।

ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চান ফিলিস্তিনিরা। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগপর্যন্ত ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বেশির ভাগ মুসলিম ও আরব দেশ। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও দেশটির অন্যান্য কর্মকর্তা স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নাকচ করে আসছেন। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও বলেছেন, ইসরায়েল সরকার দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান চায় না।

২০২০ সালে বেশ কিছু চুক্তির আওতায় ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল মুসলিম বিশ্বের চার দেশসংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), বাহরাইন, মরক্কো ও সুদান। ওই চুক্তি আব্রাহাম অ্যাকর্ডস নামে পরিচিত। চুক্তিতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের যে দাবি, তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন থেকেই সৌদি আরবকে এই চুক্তির আওতায় আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের ধারণা, সৌদি আরবকে যেহেতু মুসলিম বিশ্বের নেতা মনে করা হয়, তাই দেশটি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলে একই পথে হাঁটতে পারে অন্যান্য মুসলিম দেশ।

ইসরায়েলের বর্তমান যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোনো চুক্তিতে যাওয়ার ব্যাপারে বেশ সতর্ক রিয়াদ।

দুই দশক ধরে রিয়াদের অবস্থান ছিল ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। তবে ৭ অক্টোবরের হামলার আগে গত কয়েক বছরে ইসরায়েলের বিষয়ে আলোচনায় সৌদি কর্তৃপক্ষ থেকে বিষয়টি তোলা হয়নি। গত সেপ্টেম্বরে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে তাঁর দেশের শর্তগুলো কী কী? জবাবে যুবরাজ বলেছিলেন, দুই দেশের মধ্যে চুক্তি ফিলিস্তিনিদের জীবনকে সহজ করে তুলবে। তবে সাক্ষাৎকারে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করেননি তিনি।

ওই সময়ে সৌদি আরবের সরকারি বক্তব্য ছিল, দেশটির নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চয়তা আরও জোরদার করার বিষয়টি ঘিরে। উঠছিল সৌদি আরবের বেসামরিক পারমাণবিক প্রকল্পে মার্কিন সহায়তার বিষয়গুলোও। তবে ৭ অক্টোবর হামলার পর চিত্রপট পাল্টে যায়। এর পরপরই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আলোচনা স্থগিত করে রিয়াদ।

গত ১৪ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি জরিপ চালিয়েছিল ইসরায়েলপন্থী মার্কিন গবেষণা সংস্থা ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট ফর নেয়ার ইস্ট পলিসি। দেখা যায়, জরিপে অংশ নেওয়া ১ হাজার সৌদি নাগরিকের ৯৬ শতাংশই বিশ্বাস করেন, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে দেশটির সঙ্গে কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সব ধরনের চুক্তি বাতিল করা উচিত আরব দেশগুলোর। গাজা সংঘাত শুরুর পর দেখা যাচ্ছে, সৌদিইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আলোচনায় আবার ফিলিস্তিনিদের স্বার্থের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ গবেষক ফিরাস মাকসাদ বলেন, গাজা সংঘাতের কারণে সৌদি আরবের জনমতে যে প্রভাব পড়েছে, তাতে ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে ইসরায়েলের কাছ থেকে আরও অর্থপূর্ণ সুবিধা নিতে হবে রিয়াদকে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলায় উপত্যকাটিতে ২৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামাস যোদ্ধারা ঢুকে হামলা চালান। এর পর থেকেই গাজায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। সংগঠনটির হামলায় সেদিন ইসরায়েলে ১ হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানিয়েছে ইসরায়েল সরকার। এ ছাড়া ইসরায়েল থেকে ২৪০ জনের বেশি ব্যক্তিকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যান হামাস যোদ্ধারা।

বিবিসিকে সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স খালিদ বলেন, '৭ অক্টোবরের পরও আমরা সম্পর্ক স্বাভাবিক করায় বিশ্বাস রাখছি। সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে, তা করা হবে না।'

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার যেকোনো চুক্তিতে ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ 'মূল বিষয়' হবে উল্লেখ করে প্রিন্স খালিদ বলেন, এটি সৌদিইসরায়েল শান্তি পরিকল্পনা নয়, ফিলিস্তিনইসরায়েল শান্তি পরিকল্পনা।

সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করাটা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির প্রধান অগ্রাধিকারগুলোর অন্যতম। দুই দেশের মধ্যে এমন কোনো চুক্তিতে মধ্যস্থতা করতে পারাটা চলতি বছরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বাইডেন সরকারের জন্য বড় একটি সফলতা হবে।

তবে ইসরায়েলের বর্তমান যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোনো চুক্তিতে যাওয়ার ব্যাপারে বেশ সতর্ক রিয়াদ। এই মন্ত্রিসভায় ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে ডানপন্থী সদস্যরা রয়েছেন। এমনকি ইসরায়েলের বর্তমান মন্ত্রীদের একজন তো মনে করেন, গাজা সংঘাতের জন্য আরব বিশ্ব দায়ী।

ইসরায়েলের বর্তমান অবস্থানকে 'উগ্র' আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রদূত প্রিন্স খালেদ বিবিসিকে বলেন, 'দখলীকৃত ভূমি সমস্যা নয়। বসতি স্থাপনকারীদের দখলও সমস্যা নয়। সমস্যা হলো বসতি স্থাপনকারীরা এখন ইসরায়েলি সরকার দখল করে ফেলেছে। এ মাধ্যমে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, উগ্রপন্থী বসতি স্থাপনকারীরা এবং তাদের মানসিকতা একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়েছে।'

সৌদি বিশ্লেষক আলী শিহাবি বলেন, সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তিই হলো যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কারও জন্য একমাত্র উপায়, যেখানে ইসরায়েলকে ছাড় দিতে রাজি করানো সম্ভব হবে। বিষয়টি রিয়াদের মাথায় আছে। তাই এই চুক্তির মাধ্যমে গাজা সংঘাতের চূড়ান্ত সমাধানের চেষ্টা করতে চায় তারা।

টুকরো খবর

দু গাড়ি বাজী এবং বাজীর মসলা উদ্ধার করল রামনগর থানার পুলিশ

মদিনীপুরঃ শনিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানা এলাকার ঠিকরা থেকে প্রায় দু গাড়ি বাজী এবং বাজীর মসলা উদ্ধার করল রামনগর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে একের পর এক পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরের নাড়ুয়াবিলা থেকে শুরু করে এগরার খাদিকুল গ্রামে বেশ কিছুদিন আগে বাজি তৈরির মসলা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল বেশ কয়েকজনের। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে এসে নির্দেশ দিয়েছিলেন অবৈধ বাজি তৈরীর কারখানা বন্ধ করতে হবে। এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যে বাজির ক্লাস্টার গড়ে তোলা হবে। তা সত্ত্বেও কি করে ঘটনাটি ঘটলো তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ? সূত্র মারফত জানা গেছে গতকাল রাতে ঠিকরা বাস স্ট্যান্ড থেকে কিছুটা দূরেই দু গাড়ি বাজি উদ্ধার করল রামনগর থানার পুলিশ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রামনগর থানার ওসি সহ ডিএসপি বিএনপি ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে রামনগর থানার পুলিশ সুমন কল্যাণ বেরা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। তবে এই বাজিগুলি কোথা থেকে আসছিল বা কোথায় যাবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপি নেতার বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার গাঁজা

সাঁকরাইল ঃ সাঁকরাইলে বিজেপি নেতার বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার গাঁজা। হাওড়া সিটি পুলিশের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার হয় প্রায় ২৬ কেজি গাঁজা। অভিযোগ, বছর দশেকেরও বেশি সময় ধরে গেরুয়া শিবিরের ছত্রছায়ায় থেকে ওই বেআইনি কারবার চালাচ্ছিলেন নিমাই রায় নামের ওই স্থানীয় বিজেপি নেতা। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ গাঁজা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাঁকরাইলের কান্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

চাকরিপ্রার্থীরা মুখে কালো কালি মেখে তাদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে প্লাকার্ড এবং ব্যানার এর মাধ্যমে

কলকাতা ঃ মাতঙ্গিনী হাজরার পাদদেশে ২০১৪ প্রাথমিক শিক্ষক পদের নট ইনক্লুডেড চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন ৫০০ তম দিনে পরল । তাদের দাবি অবিলম্বে তাদের নিযাে্গের বিষয়ে সরকারকে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে। চাকরিপ্রার্থীরা মুখে কালো কালি মেখে তাদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে প্লাকার্ড এবং ব্যানার এর মাধ্যমে। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ দাবি করেন দীর্ঘদিন তারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। তারা যোগ্য চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছে পাসও করেছে তবুও তারা ৫০০ দিন ধরে বঞ্চিত। কবে পাবে তারা নিযাে্গ জানেনা। তাই আজ মাতঙ্গিনী হাজরার পাদদেশে রক্ত দিয়ে নিজেদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরবেন এরই পাশাপাশি নিজেদেরকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে আহত করে তারা তাদের যন্ত্রণা তুলে ধরবে।

রাতের অন্ধকারে বুঝিয়ে ফেলা হয়েছে পুকুর

দমদমঃ দমদম পৌরসভা এলাকায় রাতের অন্ধকারে ডোবা বা পুকুর ভরাট করে চলছে বহুতল নির্মাণের কাজ এর পেছনে কাজ করছে অসাধু প্রোমোটার চক্র সহযোগিতায় দমদম পৌরসভা এমনই এক ঘটনা ঘটেছে দমদম পৌরসভা তিন নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ পল্লীতে সেখানে রাতের অন্ধকারে বুঝিয়ে ফেলা হয়েছে পুকুর তাই বেআইনিভাবে ভরাট হওয়া সমস্ত পুকুরগুলো অবিলম্বে খুড়ে সেখানে পুনরায় জলাশয় তৈরি করতে হবে এই দাবি নিয়ে বিক্ষোভে ভারতীয় জনতা পার্টি দমদম এক নম্বর মন্ডলের বিজেপি কর্মীরা, শুধু তিন নম্বর ওয়ার্ডে নয় সারা দমদম জুড়ে একই ছবি বলে দাবি তাদের

২১ তারিখ অব্দি সারাদেশে চলবে স্বচ্ছতা অভিযান মন্দির গুলোতে

মেদিনীপুর ঃ আজ থেকে ২১ তারিখ অব্দি সারাদেশে চলবে স্বচ্ছতা অভিযান মন্দির গুলোতে। দেশের প্রধানমন্ত্রী আহ্বান করেছিলেন সমস্ত রাজ্যের অর্থাৎ সারা দেশব্যাপী রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার আগের দিন পর্যন্ত পরিষ্কার করে রাখতে হবে। সেই মোতাবেক আজ উত্তর কলকাতার রাম মন্দির প্রাঙ্গন ঝাঁট দিয়ে মোছামুচি করলেন শ্রমিক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃবৃন্দ। বহরমপুরের জগন্নাথ মন্দিরে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার , নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়া শ্রীশ্রী মহারুদ্র সিদ্ধনাথ শিব ঠাকুর জীউ মন্দিরের স্বচ্ছতা অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। খড়গপুরে স্বচ্ছতা অভিযান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেন মেদিনীপুরের সাংসদ শ্রী দিলীপ ঘোষ

খাস কলকাতায় আক্রান্ত পুলিশ কর্মীরা

কলকাতাঃ খাস কলকাতায় আক্রান্ত পুলিশ কর্মীরা। আক্রান্ত ১ সার্জেন্ট সহ একাধিক পুলিশকর্মী। ঘটনার সূত্রপাত গতকাল রাত ১ টার পরে। ১০০ ডায়ালে ফোন আসে লালবাজারে। সেখানে কোনো এক ব্যাক্তি ফোন করে লালবাজারে জানান ১৫৭ নম্বর আনন্দ পালি রোডের একটি বাড়িতে উচ্চস্বরে মাইক বা সাউন্ড বক্স বাজছে। লালবাজারে ১০০ নম্বরে এই ফোন আসার পর লালবাজারের পক্ষ থেকে এঃটালি থানায় যোগাযোগ করা হয়। এন্টালি থানার পুলিশ তৎক্ষণাৎ ওই আনন্দ পালি রোডে চলে যান। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তখন সেখানে এসে দেখেন যে, ওই জায়গাতে একটি জন্মদিনের পার্টি চলছে। অনেকে মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তাদের সঙ্গেই বচসা বাঁধে পুলিশের। ছাদের মধ্যেই কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের হেনস্থা করা হয়, তাঁদের মারধর করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন সার্জেন্ট ছিলেন, একজন SI অর্থাৎ সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন এবং একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিলেন। ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আরও অনেকের জড়িত থাকার সম্ভাবনা।।

কেরানীগঞ্জের টর্চার সেলে সাইফুলকে হত্যা কী কারণে, জানাল পুলিশ

কেরানীগঞ্জ ঃ ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে রাতভর মারধর ও নির্যাতন করে সাইফুল ইসলাম ওরফে রাসেল হত্যা মামলার প্রধান আসামি আফতাব উদ্দিন ওরফে রাব্বীসহ হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, চাঁদাবাজির টাকা ভাগবাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে মতবিরোধের জের ধরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। গ্রেপ্তার বাকি আসামিরা হলেন, আলমগীর হোসেন ওরফে ঠান্ডু আলমগীর (৩৯), আমির হোসেন (৩৮), মো. শিপন (৩১), দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেলু (৩৭), মো. রনি ওরফে ভাইস্তা রনি (৩৫), অনিক হাসান ওরফে হীরা (৩০), মো. সজীব (৩৬), ফিরোজ মিয়া (৩১), রাজীব আহমেদ (৩৫), মাহফুজুর রহমান (৩৬) ও রতন শেখ (২৮)। আজ বুধবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান। ঘটনার বর্ণনায় তিনি জানান, ১০ জানুয়ারি রাতে সাইফুলকে আফতাব উদ্দিন লোক দিয়ে ডাকিয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন তেলঘাট এলাকায় পারভিন টাওয়ারের নিচতলায় ব্যক্তিগত কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে আফতাবের নেতৃত্বে তাঁর সহযোগীরা লাঠিসোঁটা দিয়ে এলোপাতাড়ি রাতভর মারধর করেন সাইফুলকে। কাঁচি দিয়ে রাসেলের মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়। অমানবিক নির্যাতনের একপর্যায়ে সাইফুলের মৃত্যু হয়। দিবাগত রাত দুইটার দিকে আফতাবের নির্দেশে তাঁর কয়েকজন লোক সাইফুলকে তাঁর বাসায় দিয়ে আসেন। এ সময় তাঁরা সাইফুলের স্ত্রী মৌসুমি আক্তারকে এ বিষয়ে থানাপুলিশসহ কাউকে কিছু না জানানোর জন্য হুমকি দেন। ঘটনার পর রাসেলকে নির্যাতনের বিভিন্ন ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে এ ঘটনায় নিহত সাইফুলের বাবা তোফাজ্জল হাওলাদার বাদী হয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় আফতাব উদ্দিনকে প্রধান আসামি করে ১৩ জনকে আসামি করে মামলা করেন। অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয় আরও ১০ থেকে ১৫ জনকে। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন ও ঘটনায় জড়িত আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ একটি অভিযানিক দল গঠন করে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। তদন্ত দল হত্যার ঘটনাস্থল আফতাবের কার্যালয়ে গিয়ে হত্যাকাণ্ডসংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলামত জব্দ করে। এ ছাড়া ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া সাইফুলকে নির্যাতনের বিভিন্ন ভিডিও পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে ঘটনায় জড়িত আসামিদের শনাক্ত করা হয়। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী বাঁশবাড়িয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে আফতাবসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকিরা হলেন সজীব, রাজীব, অনিক ও ফিরোজ। তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভোলার লালমোহনে অভিযান চালিয়ে আলমগীর, আমির, রনি, দেলোয়ার, শিপন, মাহফুজুর ও রতন শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ম্যাচ টাই, সুপার ওভার টাই, দ্বিতীয় সুপার ওভারে আফগানিস্তানকে হারাল ভারত

বেঙ্গালুরু ঃ ৪২৪ রানের ম্যাচ টাই, এরপর সুপার ওভারেও দুই দলই তুলল ১৬ রান করে। বেঙ্গালুরুতে সিরিজের শেষ ম্যাচটি নাটকীয় থেকে হয়ে উঠল মহানাটকীয়। দুই দলকে আলাদা করতে প্রয়োজন পড়ল দ্বিতীয় সুপার ওভার। ভারত সেখানে তুলেছে ১১ রান, আফগানিস্তান আটকে যায় ১ রানেই। দ্বিতীয় সুপার ওভার জিতে ভারত ধবলধোলাইই করল আফগানিস্তানকে। এ নিয়ে নয়বার তিন বা এর বেশি ম্যাচের সিরিজে প্রতিপক্ষকে ধবলধোলাই করল ভারত, তারা ছাড়িয়ে গেল পাকিস্তানকে।

প্রথম সুপার ওভারে রহমানউল্লাহ গুরবাজের সঙ্গে গুলবদিনকে পাঠায় আফগানিস্তান। লং অনে ম্যাচে দারুণ ফিল্ডিং করা বিরাট কোহলির কাছ থেকে ডাবলস নিতে গিয়ে প্রথম বলেই রানআউট হয়ে যান নাইব। মুকেশ কুমার ফুল লেংথে করে যাচ্ছিলেন, তবে চতুর্থ বলে গুরবাজ চারের পর পঞ্চম বলে নবী মারেন ছক্কা। শেষ বলে গিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসনের করা থ্রো নবীর পায়ে লেগে যায় লং অনে, এরপরও নবী ও গুরবাজ সেই ওভার থ্রো থেকে নেন আরও ২ রান। নবী অবশ্য রান নিতে গিয়ে গতিপথ বদলাননি, ফলে আইন অনুযায়ী রান নিতে বাধা ছিল না আফগানদের। ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৭ রান।

প্রথম বলে রানআউট হতে পারতেন যশস্বী জয়সোয়ালও, তবে তিন স্টাম্প পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি গুরবাজ। প্রথম ২ বলে ওমরজাই দেন মাত্র ২ রান, কিন্তু তৃতীয় বলে ছক্কা পান রোহিত। সেটি অবশ্য বাউন্ডারি পার হয় অল্পর জন্য। কিন্তু পরের ছক্কায় ফুটে ওঠে রোহিতের ক্লাস, লো ফুল টসে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে তুলে মারেন তিনি। পরের বলে রোহিত নিতে পারেন সিঙ্গেল, ফলে শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান। কিন্তু রিটায়ার্ড আউট হয়ে উঠে যান রোহিত, যেন রিংকু সিং এসে দৌড়াতে পারেন। কিন্তু শেষ বলে ১ রানের বেশি আসেনি।

দ্বিতীয় সুপার ওভারে রিংকুকে নিয়ে নামেন রোহিত, যদিও আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন বলে আগের সুপার ওভারে কোনো ব্যাটসম্যান আউট হলে পরের সুপার ওভারে তিনি নামতে পারবেন না (বোলারও একাধিক ওভার করতে পারবেন না)। সেই রোহিত ফরিদ আহমেদের প্রথম ৩ বলে তোলেন ১১ রান। রিংকু চতুর্থ বলে হন কট বিহাইন্ড, পরের বলে রোহিত রানআউট হলে ভারতকে থামতে হয় ১১ রানেই। ভারত এ সুপার ওভার করতে পাঠায় রবি বিষ্ণয়কে, প্রথম বলেই ক্যাচ তোলেন নবী। তৃতীয় বলে ক্যাচ তোলেন গুরবাজও। ১২ রানের লক্ষ্য আফগানিস্তান আটকে যায় ১ রানেই!

এর আগে মূল ম্যাচে বড় রান তাড়ায় রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরানও সময় নেন, তবে শক্ত একটা ভিতই গড়েন ৯৩ রানের ওপেনিং জুটিতে। দুজনই পান ফিফটির দেখা। তবে ৫০ পেরোতে পারেননি কেউই। কুলদীপ যাদব ও ওয়াশিংটন সুন্দরের ঘূর্ণিতে ১১টি বৈধ বলের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ছন্দপতন হয় আফগানদের।

সেখান থেকে গুলবদিন নাইবের সঙ্গে ২২ বলে ৫৬ রানের জুটিতে আফগানদের বড় আশা জোগান মোহাম্মদ নবী। ওয়াশিংটন সুন্দরের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে তুলে মারতে গিয়ে ১৬ বলে ৩৪ রান করে থামেন তিনি, তখনো অবশ্য ম্যাচ থেকে ছিটকে যায়নি আফগানিস্তান।

করিম জানাত ও নজিবউল্লাহ জাদরান দ্রুত ফিরলেও লড়াই চালিয়ে যান গুলবদিন নাইব। জয়ের জন্য শেষ ৫ বলে আফগানিস্তানের দরকার ছিল ১৪ রান। গুলদবদিন সেটিই নামিয়ে আনেন ১ বলে ৩ রানে। শেষ বলে ফুল লেংথ থেকে বড় শটের চেষ্টা করেননি গুলবদিন, এক্সট্রা কাভার থেকে ডাবলস নিয়ে নিশ্চিত করেন সুপার ওভার। ফলে দুই দল মিলে তোলে ৪২৪ রান, টাই হওয়া ম্যাচে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

এর আগে ভারতের ইনিংস ছিল রোহিত ও রিংকুময়। এক বছরেরও বেশি সময় পর এ সংস্করণে ফিরে আগের দুই ম্যাচ মিলিয়ে কোনো রানই করতে না পারা রোহিতের এ ম্যাচে প্রথম রানটি করতে লাগে ৭ বল। সেখান থেকেই রেকর্ড গড়া ৬৯ বলে ১২১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ভারত অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে তাঁর এটি পঞ্চম সেঞ্চুরি, এ সংস্করণে কোনো ব্যাটসম্যানের যা সর্বোচ্চ।

রোহিত সে ইনিংস খেলেছেন এমন ম্যাচে, যেখানে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ফরিদ আহমেদের তোপে ৪.৩ ওভারে ২২ রানের মধ্যেই ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত। টি টোয়েন্টিতে এত কম রানে এর আগে কখনোই ৪ উইকেট হারায়নি তারা। সেখান থেকে রিংকু সিংকে (৩৯ বলে ৬৯) নিয়ে ভারতকে টেনে তোলেন রোহিত, পঞ্চম উইকেটে দুজন যোগ করেন ৯৫ বলে ১৯০ রানের রেকর্ড জুটি।

চিন্নাস্বামীর ধীরগতির উইকেটে শুরুতে রোহিত স্বচ্ছন্দ ছিলেন না, দ্রুত উইকেট পড়ে যাওয়ার চাপও ছিল। রিংকুও সময় নিয়েছেন। প্রথম ৩৪ বলে রোহিতের রান ছিল মাত্র ২৮। ১২তম ওভারে শরাফউদ্দিনকে পরপর ২ বলে ছক্কা মেরে খোলস ছেড়ে বেরোনোর ইঙ্গিত দেন তিনি, অর্ধশতক পূর্ণ করেন ৪১ বলে। তবে পরের অর্ধশতক করতে তাঁর লাগে মাত্র ২৩ বল। মানে ৬৪ বলেই তিন অঙ্কে যান তিনি।

রোহিতের সঙ্গে রিংকুর ঝড়ে ভারত শেষ ৫ ওভারে তোলে ১০৩ রান। এর মধ্যে করিম জানাতের শেষ ওভারেই আসে ৩৬ রান। আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে মাত্র তৃতীয়বার এক ওভারে এল ৩৬ রান। রিংকু অপরাজিত থাকেন ৩৯ বলে ৬৯ রানে। রোহিত ও রিংকু মিলে মারেন ১৪টি ছক্কা।

বেঙ্গালুরুর দীর্ঘ রাতে এত নাটক হয়েছে, শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতই হয়ে গেছে হয়তো এর অনেক কিছুই!

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ

ভারত ঃ২০ ওভারে ২১২ /৪ (রোহিত ১২১, রিংকু ৬৯ ফরিদ ৩/২০, ওমরজাই ১/৩৩)

আফগানিস্তান ঃ ২০ ওভারে ২১২ /৬ (গুলবদিন ৫৫, গুরবাজ ৫০, ইব্রাহিম ৫০ ওয়াশিংটন ৩/১৮)

ফল ঃ ম্যাচ টাই, প্রথম সুপার ওভার টাই, দ্বিতীয় সুপার ওভারে ভারত জয়ী

নেইমারের দলবদলে অনিয়মের সন্দেহে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ে তল্লাশি

প্যারিস ঃ ট্রান্সফার ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ২০১৭ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। সেই দলবদলে অনিয়ম নিয়ে তদন্তের অংশ হিসেবে এ সপ্তাহের শুরুতে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ে তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। দুর্নীতি দমন ইউনিটকে সঙ্গে নিয়ে গত সোমবার এ তল্লাশি চালিয়েছে ফ্রান্সের পুলিশ। এএফপিকে সূত্র জানিয়েছে, নেইমারের দলবদলে পিএসজি কর দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করেছে, এ সন্দেহের কারণে মন্ত্রণালয়ে তল্লাশি করা হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর প্রশাসন বিভাগে এ তল্লাশি করা হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে সূত্র জানিয়েছে, এ তল্লাশি অনেক বড় একটি তদন্তের অংশ। ফ্রান্সের অনুসন্ধানী অনলাইন সংবাদমাধ্যম মিডিয়াপার্ট এর আগে নিজেদের প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, ২০১৭ সালে নেইমারের দলবদল নিয়ে পিএসজিকে করের ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হয়। রয়টার্স এ বিষয়ে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয় ও পিএসজিতে যোগাযোগ করে কোনো মন্তব্য পায়নি। ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোয় ২০১৭ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। ফরাসি ক্লাবটিতে ছয় মৌসুম কাটানোর পথে বেশ কয়েকবার চোটে ভুগেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। চারবার লিগ জেতার পথে ক্লাবটির হয়ে ১৭৩ ম্যাচে করেছেন ১১৮ গোল। গত বছর আগস্টে পিএসজি ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যোগ দেন নেইমার। সেখানে মৌসুমে ১০ কোটি ইউরো আয় করবেন এই ফরোয়ার্ড আর পিএসজি তাঁকে বিক্রি করে পিএসজির আয় ১০ কোটি ইউরো। তথ্যটি এএফপিকে জানিয়েছে এই চুক্তিসংশ্লিষ্ট এক সূত্র। গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন নেইমার। গত ডিসেম্বরে ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার জানান, এ বছর ২০ জুনে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকায় খেলতে পারবেন না তিনি। লাসমার তখন জানিয়েছিলেন, মাঠে ফেরার জন্য 'আগস্টে পুরোপুরি ফিট হবেন' নেইমার।

ভারতে তিস্তার গতিপথ কি বদলাচ্ছে, জানতে সমীক্ষা

কলকাতা (অমিতাভ ভট্টশালী)ঃ সিকিমের সাউথ লোনাক হ্রদের জল উপচে পড়ে তিস্তা নদীতে গত বছর চৌঠা অক্টোবর যে ভয়ঙ্কর আকস্মিক বন্যা নেমে এসেছিল, তারই জেরে পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় নদীটি গতিপথ বদল করেছে বলে রাজ্য সেচ দপ্তরের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে।

আকস্মিক সেই বন্যায় নয় জন সেনা সদস্যসহ অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।
উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা আগেই জানিয়েছিলেন যে ওই পাহাড়ি বন্যার ফলে তিস্তার পাড় ভেঙ্গে চুংথামের অনেকটা অঞ্চল জলের তলায় চলে গেছে।
এখন সমতল এলাকাতেও সেরকমভাবেই গতিপথ নদীটি তার বদলিয়েছে কি না, সেটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সেচ দপ্তরের সূত্রগুলো বলছে তিস্তা যেখানে পাহাড় থেকে নেমে সমতলে পড়ছে, সেই সেভক থেকে মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত পুরো এলাকাতেই প্রাথমিক সমীক্ষা করেছেন তারা। ড্রোন উড়িয়েও দেখা হয়েছে নদীর বর্তমান গতিপথ।
এই তথ্যের সঙ্গে চৌঠা অক্টোবরের আগেকার তথ্য মিলিয়ে দেখে কিছু জায়গায় তিস্তার গতিপথ বদলেছে বলেই তাদের মনে হয়েছে।
গজলডোবাতে যেমন তিস্তার যে দিকে নৌকাবিহার করানো হতো পর্যটকদের, সেখানে জলের অভাবে নৌবিহারের জায়গাটা সরিয়ে নিতে হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের দিয়ে সমীক্ষার নির্দেশ

রাজ্যের সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা প্রাথমিকভাবে দেখে মনে করছেন কয়েকটি জায়গায় তিস্তার গতিপথ সরে গেছে। তবে আমরা এখনই নিশ্চিত করছি না বিষয়টা। বিস্তারিত সমীক্ষার জন্য রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে দায়িত্ব দিয়েছি। সেখানকার বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে আমাদের জানাবেন।
মন্ত্রী মি. ভৌমিক জানিয়েছেন যে কিছু জায়গায় তিস্তার পাড় ভেঙ্গেছে। সেই সব এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে যেরকম যা প্রয়োজন সেরকম ব্যবস্থা নিতে তিনি দপ্তরের প্রকৌশলীদের নির্দেশ দিয়েছেন।
অক্টোবর মাসের ওই আকস্মিক বন্যায় বিপুল পরিমাণ পলিমাটি ভেসে এসেছিল। জলপাইগুড়ি আর কোচ বিহার জেলা দুটিতে সেই পলি তিস্তার নদীবক্ষে জমা হয়েছে বলেও জানাচ্ছে সেচ দপ্তরের সূত্রগুলি।
ওই সূত্রগুলি বলছে সীমান্তের এদিকে যদি তিস্তার গতিপথ কিছুটা বদল করে থাকে, তাহলে বাংলাদেশেও একই ঘটনা হয়ে থাকতে পারে।
তবে উত্তরবঙ্গের নদী বিশেষজ্ঞ ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক সুবীর সরকার বলছেন, তিনি এখনও বিজ্ঞানসম্মত তথ্য হাতে পাননি, তবে তিস্তার মতো পাহাড়ি নদীতে অল্পস্বল্প জলধারা বদলানো খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়।
তিস্তা একটা পাহাড়ি নদী, তার দুদিকে উঁচু ডাঙ্গা জমি। এইসব নদীর ক্ষেত্রে যেটা হয় কখনও কখনও জলের ধারা ডানে বা বাঁদিকে বইতেই পারে। এটাকে গতিপথ বদল বলাটা উচিত হবে না। এটাকে গতিপথের সুইং বলা হয়। যদিও আবারও বলি, সেচ দপ্তরের তরফে যেটা বলা হচ্ছে, তার বিজ্ঞানসম্মত তথ্য এখনও আমি হাতে পাইনি, বলছিলেন অধ্যাপক সুবীর সরকার।

'১৭৮৭ সাল থেকে নতুন খাতে বইছে তিস্তা'

তিস্তা একসময়ে গঙ্গায় এসে মিশতো যেত বলে জানা যায়। পুরানো একটি মানচিত্র, যা ১৭৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেও দেখা যায় যে তিস্তা দক্ষিণমুখী নদী।
তবে ১৭৮৭ সালের বন্যার পর থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে সম্পূর্ণ নতুন খাতে সরতে শুরু করে তিস্তা। নতুন খাতে গঙ্গার বদলে তিস্তার জল ব্রহ্মপুত্র মেঘনায় গিয়ে পড়ে এখন। এই যে সম্পূর্ণ অন্যদিকে বইতে শুরু করলো, এটাকে আমরা বলি নদীর গতিপথ বদল। এরপরে ১৯৬৮ সালের উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পরে আরও কিছুটা গতিপথ বদলিয়েছে তিস্তা, তবে ১৭৮৭ র মতো সম্পূর্ণ নতুন খাত নয় সেটি, বলছিলেন অধ্যাপক সুবীর সরকার।
ভারতের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জেমস রেনেল্ডের তত্ত্বাবধানে তৈরি মানচিত্র আর পুরানো নথি ঘেঁটে এইসব তথ্য খুঁজে পাওয়া গেছে।
সিকিম থেকে নেমে আসার পরে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনার কাছাকাছি কোথাও তিস্তা গঙ্গায় মিশতো বলে জানা যায়, বলছিলেন অধ্যাপক সরকার।
বুকানন হ্যামিলটনের মতো সার্ভেয়ার, যিনি ওই অঞ্চলে যান ১৮৩০-৩৩ সালে, তিনিও যেমন বর্ণনা দিয়েছেন, আবার ১৮১১ সালের প্রথম সার্ভে থেকেও জানা যায় যে তিস্তা তার গতিপথ বদল করছিল।
অধ্যাপক সরকারের কথায়, ১৭৮৭ র বন্যা ছাড়াও সেই সময়ে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পও হয়েছিল।
এসবের কারণেই তিস্তা সম্পূর্ণ নতুন খাতে চলে যায়।
যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ লেস্টারের গবেষকরা উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি বিশ্লেষণ করে আগেই দেখিয়েছেন চৌঠা অক্টোবরের ওই আকস্মিক বন্যার পরে তিস্তা নদী চুংথাম এলাকা কতটা বদলে দিয়েছে।
বন্যার আগে ও পরে নেওয়া দুটি ছবি তারা প্রকাশ করেছে। বন্যার আগে নেওয়া ছবিতে তিস্তা নদীর পাড়ে চুংথাম গ্রাম আর তিস্তা-৩ বাঁধ সবই অটুট আছে দেখা যাচ্ছে।
আর লোনাক হ্রদ থেকে জল উপচে পাহাড়ি বন্যা নেমে আসার পরে ১০ই অক্টোবর নেওয়া উপগ্রহ চিত্রতে দেখা যাচ্ছে বাঁধটি ধ্বংস হয়ে গেছে, অনেক বাড়ি জলের তলায় চলে গেছে। নদীখাতও অনেকটা চওড়া হয়ে গেছে।
লোনাক হ্রদ ভেঙ্গে যে বন্যা হতে পারে, এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন গবেষকরা। যে হিমবাহ হ্রদে এসে মেশে, তার বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার কারণে হ্রদটি তিন দশকে প্রায় আড়াই গুণ বড় হয়ে গিয়েছিল।
বিবিসির পরিবেশ সংবাদদাতা নবীন সিং খাড়কা বলছেন আগে থেকে আশঙ্কা করা হলেও কোনও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়নি সেখানে।

'গত বছরে ব্যবসা ভালো গেছে মাত্র ৬ শতাংশের'

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ব্যবসার আকার ভেদে প্রতিবন্ধকতার ধরনে পার্থক্য লক্ষণীয়। বড় ব্যবসায়ীরা যেখানে মুদ্রা বাজার, আমদানি, রপ্তানির জটিলতায় বেশি সমস্যায় পড়েন। সেখানে, লাইসেন্স, গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ পাওয়ার মতো ছোট বিষয়েই নাজেহাল হতে হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের।
মাত্র ৬ শতাংশ ব্যবসায়ী বলেছেন আগের অর্থ বছরের তুলনায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে উৎপাদন বেড়েছে তাদের। আর দুর্নীতি সবার জন্যই এক বড় প্রতিবন্ধকতার নাম।
নতুন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশে ব্যবসা করা কতটা চ্যালেঞ্জের? এর একটা ধারণাও পাওয়া গেলো সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডি'র একটি গবেষণায়।
গবেষণায় দেখা যায়, ছোট ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোকে সরকারি প্রশাসনের অদক্ষতার কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হয়। শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা একে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
অর্থায়নের ক্ষেত্রেও স্টার্ট আপ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক খাত বরাবরই অনুদার।
মূলত বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ কেমন, তা জানতে সিপিডি ও ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের যৌথ উদ্যোগ একটি উদ্যোক্তা জরিপ করা হয়।
ঢাকা, গাজীপুর ও সাভারের ৭১টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেয়। ২০২২ সালের জুলাই মাস থেকে ২০২৩ সময়কালের ওপরে গবেষণাটি করা হয়েছে।
গত অর্থবছরে কেমন ছিলো ব্যবসায় পরিস্থিতি
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যবসায় পরিবেশ মিশ্র ছিলো। কোনও ক্ষেত্রে ইতিবাচক, কোনও ক্ষেত্রে স্থবির কিংবা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে।
গবেষণার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এই মন্তব্য করেন।
জরিপে ৩০ শতাংশ ব্যবসায়ী জানিয়েছেন ব্যবসা ভালো চলছে না তাদের। উৎপাদন ও বিপণন কমেছে। ১৩ শতাংশের ক্ষেত্রে আগের বছরের সঙ্গে তুলনা করলে, অপরিবর্তিত ছিলো ব্যবসা। অর্থাৎ, সামগ্রিক হিসাবে ৪০ শতাংশের বেশিই ভালো করেনি।
সিপিডি বলেছে, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রায় ৩৮ শতাংশের উৎপাদন কমেছে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে। মাঝারি ও বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ২৫ ও ২২ শতাংশ।
ভৌত অবকাঠামোর উন্নতি হলেও ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে অসন্তোষ ফুটে ওঠে জরিপে।
মাত্র ৬ শতাংশ ব্যবসায়ী বলেছেন আগের অর্থ বছরের তুলনায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে উৎপাদন বেড়েছে তাদের।
বর্তমান বাস্তবতায় যেকোন ব্যবসায়ী দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরও সহায়ক পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করবেন বলে মত সিপিডির গবেষণা পরিচালকের।
প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান
ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, এশিয়া অঞ্চলে প্রতিযোগী দেশ ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ভিয়েতনামের চেয়ে উদ্ভাবনী, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সহনশীল ব্যবসায়িক পরিবেশের বিচারে পিছিয়ে বাংলাদেশ।
অবশ্য, টেকসই ব্যবসায়িক পরিবেশ বিবেচনায় ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডের চেয়ে এগিয়েছে দেশটি।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থাৎ ভারত নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার সঙ্গে তুলনায় বাংলাদেশের স্কোর সর্বনিম্ন। সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'প্রবৃদ্ধিতে ফিরে আসার ক্ষেত্রে আমাদের পারফরম্যান্স যে যথেষ্ট ভালো, এটি বলা যাবে না। দক্ষিণ এশিয়ার বিচারে এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। 'নেপালের কথা খুব বেশি আলোচনায় নিই না। কিন্তু, অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের জায়গায়, জেন্ডার ইকুয়ালিটি, সোশ্যাল ইনক্লুশন, স্কুল লেভেল এডুকেশন ফর দ্য ডিজেবল-ভালনারেবল পিপল এসব ক্ষেত্রে তাদের কাজ প্রশংসনীয়। সেটা তাদের এগিয়ে দিচ্ছে।' আমাদের ভিশন ২০৪১ বা ডেল্টা প্ল্যান অনুযায়ী বাস্তবায়ন চোখে পড়ছে না। যে কারণে, পিছিয়ে যাচ্ছি।' বলছিলেন মি. মোয়াজ্জেম।
বিগত বছরগুলোর মতো এবারও দুর্নীতিকে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ব্যবসায়ীরা। দুই তৃতীয়াংশই দুর্নীতিকে এক নম্বর সমস্যা মনে করেন। প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতাকে রেখেছেন এর পরপরই। ৫৫ শতাংশ ব্যবসায়ী এর কথা বলেছেন। বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি অনেকের কপালেই চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে নতুন করে। তৃতীয় বাধাদানকারী ফ্যাক্টর হিসেবে উঠে এসেছে এটি। উপস্থাপনা করার সময় সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ''পাঁচ বছর আগেও এই ইন্ডিকেটরটি সবচেয়ে পিছনে ছিলো। অথচ, এখন তিন নম্বর গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে ব্যবসায়ীদের সামনে এসেছে। এগুলো তাদের নতুন ধরনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।''
তবে, অবকাঠামো আগে কখনও কখনও এক নম্বর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এবার সেখানে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সমস্যার তালিকায় চার নম্বরে নেমেছে অবকাঠামো। এরপরে রয়েছে মূল্যস্ফীতি। ষষ্ঠ অবস্থানে অর্থায়নের সহজলভ্যতা।
গবেষণায় কোনও কোনও প্রতিবন্ধকতা ক্রমহ্রাসমান বলে প্রতীয়মান হয়েছে বলে জানাচ্ছেন গোলাম মোয়াজ্জেম।

টুকরো খবর

তৃতীয় লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করে আলোচনায় বাংলাদেশি কূটনীতিক

ঢাকা ঃ ইরানে বাংলাদেশি দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ওয়ালিদ ইসলামের একটি ফেসবুক পোস্ট ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যেখানে তিনি দাবি করেছেন, সমাজে টিকে থাকার জন্যই দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজের তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয়। বিয়ে করতে অস্ত্রোপচার করে হতে চেয়েছিলেন নারী। সফল হয়নি সেই অপারেশন। সেখান থেকে বাঁধে ক্যান্সার। ভেঙ্গে যায় বিয়ে। এই কূটনীতিক বলেছেন, ''নিজেকে পরিবর্তন করতে গিয়ে এখন সব পরিচয় আমি হারিয়ে ফেলেছি।'' ফেসবুকের আলোচিত পোস্টটি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা কূটনীতিকের সাথে কথা বলে বিবিসি বাংলা। বিবিসির কাছে তিনি দাবি করেছেন, যারা তার এই পরিচয় জানতেন, ব্লাকমেইল করেছেন, হয়েছেন যৌন নিপীড়নেরও শিকার। পরিচয় প্রকাশ করে ফেসবুক পোস্টে তিনি কূটনীতিক চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। এ নিয়ে কথা বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, 'আগে কখনো এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয় নি মন্ত্রণালয়। বিষয়টি অনেক সেনসিটিভ। যেহেতু এটা আলোচনায় এসেছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখবে'। ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে বন্দর আব্বাসের দূরত্ব প্রায় তেরশো কিলোমিটার। মানব পাচারের রুট হিসেবে পরিচিত এই বন্দর আব্বাস। বাংলাদেশের মানব পাচারের একটি সিন্ডিকেট এই রুটটি ব্যবহার করতো। বছর চারেক আগে তেহরান দূতাবাসে যোগদানের পর বন্দর আব্বাস রুটের মানব পাচার রোধের দায়িত্ব বর্তায় তার ওপর। সিন্ডিকেট ভাঙতে বন্দর আব্বাসে ওয়ালিদ অভিযান চালান নিয়মিত। সফলও হন। ''এরপরই আমার বিরুদ্ধে সাত-আটটি বেনামি চিঠি পাঠানো শুরু হলো রাষ্ট্রদূতের কাছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, আমি নাকি প্রভাবশালী ঐ চক্রের কাছে সুন্দরী নারী চাই, না দিলে তাদের বিরুদ্ধে একশন নেই''। ''মোটামুটিভাবে আমার একটা লম্পট চরিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয় ওইসব বেনামি চিঠিতে। মাফিয়া চক্রের এইসব চিঠির জবাব দেওয়ার মতো কোন উত্তর আমার কাছে ছিলো না। তখন থেকেই নিজের পরিচয় প্রকাশের ইচ্ছে হয়। প্রথমত সে কারণে নিজের পরিচয় উম্মুক্তের ইচ্ছে হয়েছিলো আমার'', বিবিসিকে জানাচ্ছিলেন ওয়ালিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ''আমার আচরণ একটু ভিন্ন বলে আমাকে নিয়ে না ধরনের কানাঘুষা চলতো। আমি কোন ছেলের সাথে মিশলে তারা ভাবতো আমি মনে হয় যাদের সাথে মিশি তাদের সাথেই যৌন সম্পর্কে জড়াই। পেছনে মানুষ নানা কথা বলতো''। ''কেউ কেউ আবার বাঁকা চোখে দেখতো। এমন অবস্থায় আইডেন্টিটি রিভিল করা আমার জন্য খুব বেশি দরকার ছিলো। এর আর কোন বিকল্প আমার কাছে ছিল না''। ওয়ালিদ বলেন, ''অনেকে আমার বিয়ে নিয়ে নানা প্রশ্ন করতো। মানুষ খুব সন্দেহ করতো আমি মনে হয় নপুংসক। এগুলো নিয়ে সমাজে বা আশপাশের লোকজনের নানা কৌতূহল আর প্রশ্নও ছিলো''। ওয়ালিদ জানাচ্ছিলেন, ''সমাজকে আমি বোঝাতে চেয়েছি তোমরা যেটা চিন্তা করছো আমি সেটা না। যে কারণে দীর্ঘ এত বছর পর হলেও নিজের পরিচয় প্রকাশ করেছি''।

ওয়ালিদ ইসলামের গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জে। কিন্তু বাবার কাজের সুবাদে তার বেড়ে ওঠা যশোরে। সেখানেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ শেষ করেন। ওয়ালিদ বলছিলেন, ''একটু ভিন্ন আচরণের কারণে স্কুল থেকেই আমাকে অনেকে নানা ধরনের নির্যাতন করতো। কেউ পেটাতো, আজে বাজে কথা বলতো, বই খাতা ছিঁড়ে ফেলতো। আমাকে এমন একটা বিষয় ভাবা হতো, যেন এই সমাজে আমার কোন অধিকার নেই''। ''তবে আমার কিছু বন্ধু ছিলো, যারা আমাকে এতটা সাপোর্ট দিয়েছে যে আমি টিকে গেছি''। ক্লাস সেভেনে তার ওপর ঘটে যাওয়া একটি ভয়াবহ যৌন নিপীড়নের অভিযোগের কথা বিবিসিকে জানান ওয়ালিদ। অভিযোগে জানান, ''আমার এলাকার একজনের দ্বারা আমি ধর্ষিত হই। তারপর আমার চটপটে জীবন হঠাৎ করে যেন থেমে যায়। ট্রমাটাইজড হয়ে যাই। আমার রেজাল্ট খারাপ হওয়া শুরু হয়''। একটু একটু স্বাভাবিক হওয়া শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। ওয়ালিদ বলছিলেন, ''পরিচয় ঢাকার জন্য সব সময় আমার পোশাকের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হয়েছে''। স্কুল-কলেজের শিক্ষা জীবন শেষে তিনি ভর্তি হন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগে। সেখানেই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে জীবনের বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা জানাচ্ছিলেন তৃতীয় লিঙ্গের এই কূটনীতিক। ছোটবেলা থেকে এক সহপাঠী ওয়ালিদের লিঙ্গীয় পরিচয় সম্পর্কে জানতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষে যখন, তখন সেই ছেলে তাকে প্রায়ই ব্লাকমেইল করতেন। ''একদিন ক্যাম্পাসে (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে) ওই ছেলে আমাকে ব্লাকমেইল করে। বাঁধা দেয়ায় সে আমার গায়ে হাত তোলে, মারতে শুরু করে। আমাকে মারতে দেখে ক্যাম্পাসের একটি জুনিয়র ছেলে আমাকে বাঁচায়।'' এরপর থেকে ওই জুনিয়র ছেলের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেটি প্রেমের সম্পর্কে গড়ায়। ওয়ালিদ ইসলাম বিবিসিকে বলেন, ''ওর সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় আমার বিসিএস চাকরি হয় ফরেন ক্যাডারে। কয়েকটি দেশে চাকরির পর আমি যোগ দেই তেহরানের বাংলাদেশ দূতাবাসে''। আট বছর প্রেমের সম্পর্কের পর তারা দু'জন বিয়ের পরিকল্পনা করেন। বিয়ের আগে ওয়ালিদ অপারেশন করে 'ট্রান্স জেন্ডারে' রূপান্তরের সিদ্ধান্তে নেন। ওয়ালিদ বলেন, ''এটাকে কলেস্টমি বলে। অপারেশন ভুল হওয়ায় ফিস্টুলা আক্রান্ত হলাম। তারপর ধরা পড়ে ক্লোন ক্যান্সার।'' ''আমাদের বিয়ের তারিখ ছিলো ২০২৩ সালের ৩১শে জানুয়ারি। কিন্তু আমার ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি আমার প্রেমিক ও তার পরিবার জানার পর বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আমার কাছে পরামর্শ নিয়েই সেই ছেলে বিয়ে করেছিলো ২০২২ এর নভেম্বরের ১১ তারিখ।'' ''আল্লাহ চাননি বলে হয়তো বিয়েও করতে পারিনি, নিজের অপারেশনটাও ঠিকমতো হয় নি। আমি আসলে এলজিবিটিকিউ বা তৃতীয় লিঙ্গের কোন কিছুর মধ্যেই নিজেকে ইনক্লুড করতে পারছি না'', বিবিসিকে বলছিলেন ওয়ালিদ ইসলাম। একদম ছোটবেলায় ওয়ালিদের বাবা মারা যান। মা আমিনা বেগম ছোটবেলা থেকেই আগলে রেখেছেন সন্তানকে। আট সন্তানের মধ্যে ওয়ালিদ ছিলেন সবার ছোট। ওয়ালিদ বলেন, ''আমার মা কিংবা পরিবার মুখ ফুটে কোনদিন একটা বাজে কথাও বলেন নি। আমার পরিবার বিশ্বাস করতে চাইতো না আমি থার্ড জেন্ডার বা হিজড়া। তবে এ কথা শুনেছি সব সমাজের মানুষের কাছ থেকে''। ''এসব ক্ষেত্রে অনেকে হিজড়া পল্লী থেকে নিতে আসে। অনেক বাবা মা সন্তানকে দিতে চায় না। আবার অনেক পরিবার দিয়ে দেয়। অনেকের কাছে সন্তানের চেয়ে সমাজের সম্মান বড়। যেটি আমার পরিবার কোনদিন বুঝতেও দেয়নি', বলছিলেন ওয়ালিদ। তিনি বিবিসিকে বলেন, আজ যদি আমার মা, আমার ভাই, আমার পরিবার আমাকে আগলে না রাখতেন তাহলে হয়তো হিজড়া পল্লীতে থাকতে হতো আমার। ওরা যেভাবে সমাজে বেঁচে থাকতো, আমার ভাগ্যেও তাই হতো। শিক্ষা জীবনের পর পেশাগত জীবনে এসেও পরিচিতদের কাছ থেকে নানা মন্তব্যে মন খারাপ হতো ওয়ালিদের। গত ১০ই জানুয়ারি নিজের পরিচয় প্রকাশ করে একটি স্ট্যাটাস দেন তিনি। নিজের পরিচয় উন্মুক্ত করে স্ট্যাটাসে ওয়ালিদ লিখেন ''তৃতীয় লিঙ্গের সবাই মানুষ। নিজের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমি ক্লান্ত।'' যেখানে নিজেকে বাংলাদেশের 'প্রথম তৃতীয় লিঙ্গের ক্যাডার' এবং 'বিশ্বের প্রথম তৃতীয় লিঙ্গের কূটনীতিক' দাবি করেন।
ওয়ালিদ লিখেন ''নিজের সাথে লুকোচুরি করতে করতে আমি ক্লান্ত। এই ভদ্র মানুষের সমাজ আমার জন্য নয়। এই পোস্টটা পড়ে হয়তো সরকারের নির্দিষ্ট কিছু লোক বা সরকার আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, হয়তো চাকরিটাই আর থাকবেনা।'' এই স্ট্যাটাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় তৈরি হয় নানা আলোচনা। সেখানে অনেকের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করতে দেখা যায়। অনেকেই আবার ওয়ালিদের সাহসিকতার প্রশংসাও করেন। ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাকরি নিয়ে একটা শঙ্কার কথা বললেও, ওয়ালিদ ইসলাম বলেছেন, তার এই জেন্ডারের বিষয়টি আগে থেকেই জানতেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতনদের কয়েকজন। তবে, এর কোন প্রভাব তার চাকরি জীবনে পড়েনি। বরং অনেকেই পাশে থেকে সহযোগিতাই করেছেন তাকে। স্ট্যাটাসে পরিচয় প্রকাশের পর কোন সংকট হয়নি বলেও জানান তিনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ''আমি তার ওই পোস্টটা দেখেছি। আমি মনে করি, মানুষের বিভিন্ন ধরনের গুণ আছে বা থাকতে পারে।'' তিনি বলেন, আগে কখনো এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়নি মন্ত্রণালয়। বিষয়টি অনেক সেনসিটিভ। যেহেতু এটা আলোচনায় এসেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখবে। শিক্ষাগত সনদসহ সব জায়গায় ওয়ালিদের পরিচয় পুরুষ হিসেবে। ৩৫ তম বিসিএস এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢোকেন ওয়ালিদ। কোন প্রশিক্ষণ ছিলো না, তবুও নিজেই গান লিখেন, গান। ছবি আঁকেন, নিজ হাতে বানান অনেক কিছুই। শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চায় নিজেকে যেভাবে মেলে ধরেছেন, ভবিষ্যতে তা ধরে রাখতে চান। আশাবাদ জানিয়ে ওয়ালিদ ইসলাম বলেন, পরিচয় নিয়ে যে সংকট ছিলো, তা কেটে যাবে একদিন। এই সমাজে একদিন ঘুরে দাঁড়াবেন তিনি। কাজ করবেন সংকটে থাকা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য।

ডলারের দাম নির্ধারণে 'ক্রলিং পেগ' ঃ নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা বাংলাদেশ ব্যাংকের

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির হারে লাগাম টানার লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহার আরও এক দফা বাড়িয়ে ৮ শতাংশ করা হয়েছে। এর আগে, সর্বশেষ গত বছরের নভেম্বরে নীতি সুদহার ৫০ বেসিস পয়েঃট বাড়িয়ে সাত দশমিক ৭৫ শতাংশ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ডলারের বিনিময় মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্রলিং পেগ নামে নতুন একটি পদ্ধতি ব্যবহারের

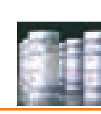

চিন্তা করা হচ্ছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে। 'ক্রলিং পেগ'হচ্ছে দেশিয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি মুদ্রার বিনিময় হারকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠানামা করার অনুমতি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুদ্রার দরের একটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা থাকে। ফলে একবারেই খুব বেশি বাড়তে পারবে না, আবার কমতেও পারবে না।

এবার ইরানে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো পাকিস্তান

বেলুচিস্তান ঃ নিজেদের ভূখণ্ডে ইরানের হামলার বিপরীতে দেশটিতে 'প্রতিশোধমূলক' পাল্টা হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর আস্তানা লক্ষ্য করে হামলা চালানো এবং এতে বেশ কয়েকজন নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছে দেশটি।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে সন্ত্রাসী আস্তানায় 'মুর্গ বার সরমচার' নামে একটি অত্যন্ত সমন্বিত সামরিক আক্রমণ শুরু করা হয়েছে।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এই অভিযানে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী নিহতের কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দুই দিন আগে পাকিস্তানের আকাশসীমায় ইরানের হামলার ফলে দুই শিশু নিহত ও আরও তিন জন আহতের কথা জানা গেছে।

তখনই পাকিস্তান বিনা প্ররোচনায় তার আকাশসীমা লঙ্ঘন এবং ভূখণ্ডে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল এবং তার সার্বভৌমত্বের ওপর এই আঘাত 'অগ্রহণযোগ্য' এবং এর পরিণতি 'মারাত্মক' হতে পারে বলে উল্লেখ করেছিল।

পাকিস্তান বহু বছর ধরে ইরানকে সন্ত্রাসীদের আস্তানার কথা জানিয়ে আসছে। পাকিস্তান এই সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি এবং কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ বেশ কিছু দলিলও শেয়ার করেছে, বলা হয়েছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের বিবৃতিতে।

ইরানের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করার কথা উল্লেখ করে বিবৃতিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আজকের পদক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের নিজস্ব নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখা। এক্ষেত্রে কোনো আপস করা যাবে না।

ইরানি জনগণের প্রতি পাকিস্তানের জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদসহ অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা সবসময় সংলাপ ও সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও যৌথ সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

পাকিস্তানের হামলা বিষয়ে ইরানি গণমাধ্যম যা জানাচ্ছে

এদিকে পাকিস্তানের দাবির পর, ইরানি গণমাধ্যমেও এই হামলার কথা এবং তাতে বেসামরিক হতাহতের কথা এসেছে।

মেহর বার্তা সংস্থাকে উদ্ধৃত করে বিবিসি ফার্সি জানিয়েছে, ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তানের ডেপুটি সিকিউরিটি গভর্নর বলেছেন যে সারাওয়ানে বিস্ফোরণে 'তিন নারী ও চার শিশু' নিহত হয়েছে।

ইরানের সরকারি বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সিস্তান-বেলুচিস্তানের ডেপুটি গভর্নর জেনারেল আলী রেজা মারহামাতি বলেছেন ইরানের একটি সীমান্তবর্তী গ্রামে স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ৫ মিনিটে হামলাটি চালানো হয়।

নিহত ৭ জনের ইরানি নাগরিকত্ব ছিল না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যমে।

বৃহস্পতিবার সকালে সারাওয়ান শহরের আশেপাশে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় পরে খবর আসে যে এই বিস্ফোরণগুলি পাকিস্তানের হামলার কারণে হয়েছে।

এর আগে ইরান পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে মঙ্গলবারের মিসাইল ও ড্রোন হামলার কথা স্বীকার করেছে।

ইসলামাবাদের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বেলুচিস্তানে যে হামলা হয়েছে তাতে দুইজন শিশু নিহত এবং আরো তিনজন আহত হয়েছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল জইশ আল আদলি জঙ্গি গ্রুপ। তিনি এদের পাকিস্তানে ইরানিয়ান জঙ্গি গ্রুপ নামে অভিহিত করেন।

এর ফলস্বরূপ পাকিস্তান সরকার ইরান থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করেছে এবং তেহরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেও ফিরে যেতে বাধা দিয়েছে।

এই সপ্তাহের শুরুতে ইরাক এবং সিরিয়াতে হামলার পর বেলুচিস্তানে হামলা চালালো ইরান।

এর প্রতিক্রিয়ায় ইসলামাবাদ বলেছিল, এই হামলা 'বেআইনি কর্মকাণ্ড' এবং এটি 'সংকটজনক ফল' ডেকে আনতে পারে।

যদিও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান, দাভোসে এই বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছেন, কোনো পাকিস্তানি নাগরিককে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি, শুধু জইশ আল আদল এর সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

আমরা শুধুমাত্র পাকিস্তানের মাটিতে ইরানিয়ান জঙ্গিদের লক্ষ্যবস্তু করেছি মি. আমির আব্দুল্লাহিয়ান বলেছেন।

তিনি আরো যোগ করেন, তিনি পাকিস্তানি প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে আশ্বস্ত করেছি আমরা পাকিস্তান ও ইরাকের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করি

গাজায় ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সময়ে ইরান ও পাকিস্তান পরস্পরের ভূখণ্ডে হামলা চালালো।

তেহরান বলছে বৃহত্তর সংঘাতে তারা জড়াতে চায় না। কিন্তু এর তথাকথিত 'এক্সিস অব রেসিসট্যান্স' গ্রুপের অন্তর্গত ইয়েমেনে হুথি জঙ্গি, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন গ্রুপ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করার জন্য ইসরায়েল ও তার মিত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে আসছে।

বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র হুথিদের ওপর বিমান হামলা চালায়।

চীন বুধবার পাকিস্তান এবং ইরানকে 'সংযম' এবং 'যেসব কাজ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায় তা পরিহার করতে' আহবান জানিয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, বেইজিং এসব দেশগুলোকে 'নিকটতম প্রতিবেশী' হিসেবে দেখে।

পাকিস্তানে মঙ্গলবারের হামলায় দক্ষিণ -পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তানের একটি গ্রামে আঘাত করা হয়। তেহরান বলছে, তারা জাইশ আল আদল বা বিচারের বাহিনী, একটি জাতিগত বেলুচ সুন্নি মুসলিম গোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করছে যারা ইরানের অভ্যন্তরের পাশাপাশি পাকিস্তানের সরকারি বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে।

গত ডিসেম্বরে জইশ আল আদল পাকিস্তান সীমান্তের কাছে রাস্ক শহরের একটি পুলিশ স্টেশনে হামলা চালায়।

দুই সপ্তাহ আগে ইসলামী বিপ্লবের পর ইরান এর সবচেয়ে খারাপ অভ্যন্তরীণ হামলার শিকার হয়েছিলো। হামলাটি হয়েছিলো ইউএস এসাসিনেশনে ইরানের কুখ্যাত বিপ্লবী গার্ড জেনারেল কাসেম সোলেইমানিকে হত্যার পর কারমানে একটি অনুষ্ঠানে।

দুটি বোমা হামলায় ৮৪ জন নিহত হয়েছিল ওই হামলায়।

সোমবার ইরান সিরিয়া এবং উত্তর ইরাকের কুর্দি শাসিত অঞ্চলে ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়ে। ইরান বলেছে, তারা ইসলামিক স্টেট এবং ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার ঘাঁটিকে টার্গেট করেছে যারা উভয়েই কারমান বোমা হামলায় জড়িত ছিল। কিন্তু তার পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রতিবেশী পাকিস্তানকে হামলা করা একটি নাটকীয় পরিস্থিতি।

এ ঘটনায় পাকিস্তান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, দেশগুলোর মধ্যে 'যোগাযোগের বেশ কয়েকটি চ্যানেল থাকা সত্ত্বেও' এই হামলা হয়েছে।

পাকিস্তান ও ইরানের সম্পর্ক কেমন?

পাকিস্তান এবং ইরানের সম্পর্ককে 'খুবই স্পর্শকাতর কিন্তু আন্তরিক' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উভয়েই একে অপরের বিরুদ্ধে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ এনেছে বিভিন্ন সময়। যারা বছরের পর বছর ধরে তাদের সীমান্ত এলাকায় হামলা চালায়। প্রায় নয়শ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা দুদেশের। এর দুইপাশের নিরাপত্তার বিষয়টি উভয় সরকারের জন্য দীর্ঘকাল ধরে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরানি হামলাটি ইরানের সীমান্ত থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার এবং নিকটতম শহর পাঞ্জগর থেকে নব্বুই কিলোমিটার দূরে সবজ কোহ গ্রামে হয়েছিলো বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা এলাকাটিকে গবাদিপশুর মালিক এমন বেলুচ উপজাতিদের একটি কম জনবহুল এলাকা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেখানে ব্যাপকহারে পণ্য, মাদক এবং অস্ত্রের চোরাচালান হয়। সীমান্তের উভয় পাশের জনগণ নিজেদের মেৌলিক প্রয়োজনীয়তা থেকে বঞ্চিত বলে মনে করে, বৈষম্যের সম্মুখীন হয় এবং নিজস্ব সম্পদ থেকে বড় অংশের দাবি করে নিরাপত্তা ভাষ্যকার জাইঘাম খান বিবিসিকে বলেছেন। ইরানে, সুন্নি মুসলিম বেলুচ সংখ্যালঘুরা শিয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে বৈষম্যের অভিযোগ করে। যখন বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালকের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জইশ আল আদল হলো 'সবচেয়ে সক্রিয় এবং প্রভাবশালী' সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠী যারা সিস্তান-বেলুচিস্তানে কাজ করে। ওয়াশিংটন এবং তেহরান তাদের জঙ্গি গ্রুপ নামে আখ্যায়িত করেছে।

পাকিস্তানের আরেকজন নিরাপত্তা ভাষ্যকার আমির রানা বিবিসিকে বলেছেন, তিনি মনে করেন এই কূটনৈতিক সঙ্কট শান্ত হতে একটু সময় লাগবে কিন্তু বিষয়টা এমনও যে পাকিস্তান এটা বাড়াতে চায় না। তিনি বলেন, অতীতে পাকিস্তান সীমান্তে ইরানের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

কিন্তু বুধবার ইসলামাবাদ ইরান থেকে তাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করেছে এবং ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে।

বৃহস্পতিবার ইরানের ভূখণ্ডে 'সন্ত্রাসীদের আস্তানা'য় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো পাকিস্তান। এর ফলে এ উত্তেজনা দীর্ঘ সংঘাতের দিকে মোড় নেবে কিনা এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পাকিস্তানে পেঁয়াজের আকাশছোঁয়া দামের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কী?

লাহৌর ঃ পাকিস্তানে গত কয়েক সপ্তাহে পেঁয়াজের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এর ফলে, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির যুগে সাধারণ পাকিস্তানিদের পক্ষে পেঁয়াজ কেনা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ সরবরাহে কোনো ব্যাঘাত ঘটায় কিন্তু এই এই দাম বাড়েনি। পেঁয়াজ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। তারা জানিয়েছেন, পাকিস্তানে পেঁয়াজের দাম বাড়ার কারণ রপ্তানিতে প্রতিবেশী দেশ ভারতের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা। যদিও ভারত থেকে পাকিস্তানে পেঁয়াজ আমদানি করা হয় না। কিন্তু ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানির নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়েছে পাকিস্তানের বাজারে।

গত এক মাসে কয়েকটি শহরে পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ১৫০ টাকা (প্রায় ৪৫ ভারতীয় টাকা) থেকে বেড়ে কেজি প্রতি ২৭০ টাকা (প্রায় ৮০ ভারতীয় টাকা) হয়ে গিয়েছে।

ভারত কবে এবং কেন এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে?

ভারত গত বছরের আটই ডিসেম্বর থেকে পেঁয়াজ রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেডের পক্ষ থেকে সাতই ডিসেম্বর একটি নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, পরদিন অর্থাৎ আটই ডিসেম্বর থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ থাকবে। একই সঙ্গে এও জানানো হয়েছে নির্দেশিকা জারি করার আগ পর্যন্ত যে কয়টি রপ্তানির অর্ডার রয়েছে, তা সরবারহ করা যাবে। এর পাশাপাশি রপ্তানির জন্য যে পরিমাণ পেঁয়াজ ইতিমধ্যে জাহাজে তুলে দেওয়া হয়েছে তা সরবরাহ করা যাবে। তবে তা করতে হবে পাঁচই জানুয়ারির আগে।

গত বছর ২৮শে অক্টোবর পেঁয়াজ রপ্তানিতে টন প্রতি ন্যূনতম ৮০০ ডলার রপ্তানি মূল্য চালু করে ভারত। প্রাথমিকভাবে এর জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, ৩১ শে ডিসেম্বর। তবে তার আগেই, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে কেন্দ্র সরকার।

তার কারণ ভারতীয় বাজারে পেঁয়াজের দাম লাগাম ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে। বাজারে পেঁয়াজের জোগান বাড়িয়ে তার দামে লাগাম টানার উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের দাম যেন না বাড়ে এবং অন্যান্য সব্জির পাশাপাশি পেঁয়াজের দামও যেন মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকে, সেই কারণে এই নিষেধাজ্ঞা।

ভারতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে বাজারে টমেটো, পেঁয়াজ এবং অন্যান্য আনাজপাতির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্র সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পেঁয়াজ রপ্তানিতে ভারতের শীর্ষ অংশীদার দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, কাতার, ভিয়েতনাম, ওমান এবং সিঙ্গাপুর।

ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি) কর্তৃক ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কাসহ ভারতের একাধিক প্রতিবেশী দেশে পেঁয়াজের দাম ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

গত বছর ডিসেম্বরে ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিবেশী দেশে পেঁয়াজ রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ।

পাকিস্তানে কেন বাড়ছে পেঁয়াজের মূল্য?

ভারত পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পাকিস্তান পেঁয়াজের বড় অর্ডার পেয়েছে, জানিয়েছেন আব্দুল ওয়াহিদ আহমেদ যিনি অল পাকিস্তান ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল এক্সপোর্টার্স, ইমপোর্টার্স অ্যান্ড মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সম্পৃক্ত।

তিনি বলেন, বিদেশের বাজারে পেঁয়াজের বিপুল চাহিদা রয়েছে। ভারত থেকে পেঁয়াজ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই দেশগুলো পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তারা সেখান থেকেই পেঁয়াজ কিনতে নিতে শুরু করেছে।

ফল ও সবজি রপ্তানিকারক এবং ব্যবসায়ী শাহজাহান বিবিসিকে বলেন, ভারত যখন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তখন স্থানীয় পাইকারি বাজারে এক মণ পেঁয়াজের দাম ছিল ছয় হাজার থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকা, যা গত এক মাসে বেড়ে মণ প্রতি নয় হাজার টাকারও বেশি হয়েছে।

পাকিস্তানে পরিসংখ্যান সংস্থা খাদ্যদ্রব্যের সাপ্তাহিক মূল্য সংগ্রহ করে এবং তার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয় ওই দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার।

সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ভারত যে সময় পেঁয়াজ রপ্তানি নিষিদ্ধ করে, সে সময় পাকিস্তানে এক কেজি পেঁয়াজের দাম ছিল প্রায় ১৫০ টাকা।

এই মূল্য পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন দামের গড়। কিন্তু এক মাস পর সেখানে পেঁয়াজের গড় দাম ২২০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে, যদিও পাকিস্তানের কোনও কোনও অঞ্চলে এই দাম ২৭০ টাকা বা তারও বেশি।

করাচি ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল মান্ডি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাহিদ আওয়ান বলেন, এই মুহূর্তে বালুচিস্তানে ফসল শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের সরবরাহ করছে সিন্ধ অঞ্চল। তার মতে, পাকিস্তান থেকে যদি এই হারে পেঁয়াজ রপ্তানি অব্যাহত থাকে, তাহলে দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রপ্তানির জন্য পেঁয়াজের দাম বাড়িয়েছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে টন প্রতি পেঁয়াজের রপ্তানি মূল্য ১২০০ ডলার রাখা হয়েছে, অর্থাৎ এই দামের চেয়ে কমে পেঁয়াজ বিদেশে পাঠানো যাবে না। আগে পেঁয়াজের রফতানি মূল্য ছিল টন প্রতি কমপক্ষে ৭৫০ ডলার। যদিও পাকিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, পেঁয়াজের স্থানীয় চাহিদা ও সরবরাহের ওপর নজর রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রপ্তানি মূল্য আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রপ্তানি মূল্য টন প্রতি কমপক্ষে ১২০০ ডলার রেখে পেঁয়াজের স্থানীয় দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ ইকবাল তাবিশ বিবিসিকে বলেন, দেশের কোনও পণ্য যাতে খুব বেশি পরিমাণে বিদেশে না যায় সেই কারণে মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতি নেওয়া হয়।